চিরকালীন মোল্লাতন্ত্র বনাম নারীর সমানাধিকার

রবিউল ইসলাম

> "মানুষেরে ঘৃণা করি,-
> ও কারা, কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি" !.......... বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

ধর্ম যখন মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠে, তখন কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী ঘটে একটি জাতির জীবনে । তাই হয়ে এসেছে চিরকাল, ইতিহাস তাই বলে । অথচ কে না জানে, মানুষের জন্যই ধর্ম এসেছিল, ধর্মের জন্য মানুষ নয়-ধর্মের নামে মোল্লা-পুরোহিতদের তথাকথিত (বিকৃত) শরিয়ত-মনুংহিতার যাঁতাকলে নারীসমাজকে আজও বলী হতে হচ্ছে । আজ যেন মানুষ হয়ে গেল গৌণ (এবং তার মধ্যে নারী আরো বেশী গৌণ), আর ধর্ম হয়ে গেল মুখ্য একশ্রেণীর মোল্লা-পুরোহিতদের কাছে । অথচ এই ভারতবর্ষের আদিবাংলায়,-সমতটে শ্রীচৈতন্য তাঁর চিরন্তণ প্রেমের বাণী গেয়ে উঠেছিলেন-'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাঁহার উপরে নাই ।' মরমী সাধকরা জেনেছেন, মানবাত্মাই হলো পরমাত্মার অংশ, মানবাধারের মধ্যেই স্রষ্টা বিরাজ করছেন , আর ধর্ম-দর্শন-শিল্প-সংস্কৃতি হলো সেই মানবাত্মা থেকে উ[]সারিত ঠিকরনো আলো যা মানুষকে পথ নির্দেশ করে এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করতে শেখায় । বিদায় হজ্বের ভাষনে রসুলুল্লাহ্(সঃ) অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলেন,-

> "ধর্ম নিয়া তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না, ধর্ম নিয়া বাড়াবাড়ির কারণে অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে" ।

> "...তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমা লঙ্ঘন করিও না, ঐ সমস্ত লোকের কল্পনার উপর চলিও না যাহারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছে এবং আরও বহু লোককে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করিয়াছে ।"-সূরা মায়িদাহ্, আয়াত ৭৬ ।

প্রিয় পাঠক, এই আলোকে বিচার করুন রাজনৈতিক ইসলামের পথিকৃত মওলানা মওদুদীর ধর্মবিরোধী তৎপরতাকে,- যে লোক একটি গোষ্ঠী তথা মুসলমানদের একটি সেক্টের কায়েমী স্বার্থে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে শান্তির ইসলামের বিকৃত ও সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে নিজস্ব ব্রান্ডের ইসলাম প্রবর্তন করেছিল । যা হলো উগ্র ওহাবী ইসলামেরই নামান্তর এবং আজকের জামায়াত ও অন্যান্য সমগোত্রীয় দল অনুসরণ করছে কায়েমি স্বার্থে। উপরোক্ত আয়াতের শেষের অংশটুকু,-'নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছে..............'-এই আলোকে বিচার করুন ১৯৫৩ সালে মৌদুদী কর্তৃক দাঙ্গা বাধিয়ে পাকিস্তানের লাহোরে ১৫ হাজার কাদিয়ানীকে হত্যার ঘটনা* ।

এটাই কি আমাদের ইসলাম ? তাতো নয় । হৃদয়মন্দিরের যে অতলসিন্ধুকে মন্থন করে যুগ যুগ ধরে

---

* মুনীর কমিশন রিপোর্ট, লাহোর হাইকোর্ট, ১৯৫৬ দ্রঃ

এত মরমী আধ্যাত্মিকতা, ভাবদরিয়ায় ভাবরস ও ভক্তিরসের লীলা, ধর্ম ও দর্শনের কল্যাণ শিক্ষা, সেই সাত রাজার ধন মানিক-রতন হেলায় উপেক্ষিত হয়ে গুমরে কাঁদে আর বিধাতা নীরবে চোখের জল ফেলে ।

সে বিনে আর জানেনা, জানেনা যে মন,
.....
সেই একজনারে মন সপেছি.....
.....
সে আমার আছে পরাণে.....
এই ভবদরিয়ায়,..... এই ভবদরিয়ায় ঢেউ উঠেছে
ফুল ফুটেছে ভবের মাজারে । (মরমী গান, লেখক-অজ্ঞাত)

নজরুল 'পাপ' কবিতায় লিখেছেন-

“মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির-কাবা নাই ।”

কে জানে নজরুল, লালন ফকীর-নানক-কবীর প্রমুখ মরমী মানবতবাদীরা সমাধিতে শুয়ে নীরবে চোখের জল ফেলছেন কিনা সব দেখে শুনে !

প্রিয় পাঠক, গ্রাম্য সমাজপতিদের যোগসাজসে ফতোয়াবাজ বর্বর মোল্লারা কত নূরজাহানকে, কত নিরীহ দরিদ্র পিতার কিশোরী কন্যাকে হয় পাথর মেরে হত্যা করেছে নয়তো দোর্‌রা দিয়ে শাস্তি দিয়েছে (যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো আত্মগ্লানিতে ভুগে মেয়েটির আত্নহত্যা), মৌলবাদী নরপশুদের দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কত হাজার মানুষ খুন হলো, কয়টি মসজিদ-মন্দির ধ্বংস হলো, কত কোরাণ-গীতা দাহ হলো, আহমদীয়া ও হিন্দু সম্প্রদায়ের কি পরিমাণ সম্পত্তি মৌলবাদী জঙ্গী-দুর্বৃত্তদের দ্বারা আত্নসাৎকৃত হলো ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত-প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া উচিত ।

যে বয়সে একটি শিশুর সুকুমার-বৃত্তি চর্চার কথা ; বিদ্যার্জন, ছবি আঁকা, ছড়া-কবিতা আবৃত্তি চর্চার কথা, সঙ্গীতের কোমলতা ও ধর্মের ভক্তিরস-কল্যাণকে হৃদয়তন্ত্রীতে সমন্বিত করার কথা, সে বয়সে কেন সেই ফুল পিশাচ-নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত হয় ? অকালে ঝরে যায় ধর্মপিশাচদের হিংস্র থাবায় ? জাতির বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন । অথচ কোন কোন সভ্য দেশে বার-চৌদ্দ বছরের কোন সন্তানকে মা-বাবাও যদি প্রহার করে, আইন অনুযায়ী মা-বাবাকে জেলে যেতে হয় । অথচ, ঐ হতভাগ্য মেয়েদেরই কেউ হয়তো সুযোগ পেলে একদিন 'মাদার তেরেসা ' বা 'বেগম রোকেয়া' কিংবা 'সরোজিনী নাইডু' হয়ে জ্ঞান আর ভালবাসার আলো ছড়াতে পারতো (যা ঐ মোল্লাদের কাছে দুর্লভ), হতে পারত রুনা-লায়লার মতো শিল্পী অথবা কোন দরদী চিকিৎসক । ক্লোজ-আপের কল্যাণে নোলককে আজ কে না জানে । অথচ, বেশীদিন আগের কথা নয়, যখন তাঁর গর্বিত 'মা' মানুষের বাড়ীতে কাজ করে তাকে মানুষ করেছেন । কোথায় হারিয়ে যেত নোলকের ভিতরের সেই প্রতিভা যদি ক্লোজ-আপ তাকে খুঁজে বের না করতো, হারিয়ে যেতো হৃদয়ের সেই মণি-মুক্তো যা আজ ধাপে ধাপে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ।

অথচ, হতভাগ্য ঐ নূরজাহানদের চারপাশের যে ঘন-নিকষ অন্ধকার পারিপার্শ্বিকতা তৈরী করে রেখেছে মোল্লাতন্ত্র ও গ্রাম্য সামন্ততন্ত্রের মিলিত অশুভ শক্তি, সেটি ভেদ করে ঐ হতভাগীনীরা আলোর কাছে যে পৌছতে পারে না । আর তাই বুঝি ঐ মহাকালের করুণ সঙ্গীত শোনা যায়, যার মাঝে নারীর চিরন্তন কান্না ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,-

'আমি যে আঁধারে বন্দীনী, আমাকে আলোতে নিয়ে যাও,
স্বপন ছায়াতে চঞ্চলা, আমাকে পৃথিবীর কাছে নাও ।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ '-এ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সম্পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীপুরুষের সমানাধিকারের নীতি গ্রহণ করেছে, তখন কিছু স্বঘোষিত 'ইসলামের ধ্বজাধারী' মৌলবাদী দল রব তুলল যে এতে নাকি কোরাণ লঙ্ঘিত হয়েছে । ইসলামবিরোধী কোন আইন তাঁরা হতে দেবেন না বা প্রতিরোধ করবেন ইত্যাদি । আমি বুঝতে পারছি না, তাঁদের পক্ষের (অর্থাৎ রাজনৈতিক ইসলামের) এত আলেম-ওলামা থাকতে তাদের একদল প্রতিনিধি প্রধান উপদেষ্টা বা ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টার কাছে গিয়ে যুক্তি দিয়ে বিশদ ব্যাখ্যাসহকারে বুঝিয়ে বলছেন না কেন যে, কোন্ কোন্ কারণে গৃহীত নীতিটি ইসলামবিরোধী বা কোরাণবিরোধী । 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮'-এ সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের অধিকার সম্পর্কে আসলে কী লেখা রয়েছে, তা' কি তারা একবারও পড়ে দেখেছেন ? নাকি 'চিলে কান নিয়ে গেল' বলে মতলবি শোরগোল তুলে ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছেন । তারা কেন এ বিষয়ে উম্মুক্ত বিতর্কের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন না দেশ-বিদেশের ইসলামী স্কলারদের, যারা নারীবিরোধী ও মানবতাবিরোধী শরীয়াকে ইসলামের মৌল চেতনার পরিপন্থী তথা ইসলামবিরোধী বলে প্রমাণিত করেছেন এবং সংস্কারের তাগিদ দিয়েছেন । সেটা না করে বা উম্মুক্ত আলোচনাসভায় সাধারণ মানুষকে মুক্তভাবে প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে তাঁরা 'প্রতিরোধ-প্রতিহত' করার হুমকি দিচ্ছেন । জরুরী অবস্থায় আর সবার জন্য যখন মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ, তখন আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে মিছিল-সমাবেশ করেছেন -এতেই এদের জঙলী চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে শুধু নয়, এদের ভিতরের দৈন্যতাটিও ফাঁস হয়ে যায়। আসলে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার স□সাহস এদের নেই, তাই সেটি ঢাকবার জন্য তাদের এত আক্রমনাত্নক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের মদীনা মসজিদে ওলামা পরিষদের এক সমাবেশে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮' বাতিলের দাবী জানিয়েছেন । মোল্লারা তাঁদের বক্তৃতায় দাবী করেছেন যে পবিত্র কোরআনেই নারীর স্থান নির্ধারিত হয়েছে । তারা বলেছেন, কোরআন-হাদীসের আলোকে নারীরা যাবতীয় সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন । তারা বলেছেন, বিভিন্ন পর্যায়ে কোটা প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে নারীকে করুণার পাত্রে পরিণত করা হয়েছে । বিদেশীদের মদদে বর্তমান সরকার নারী উন্নয়ন নীতিমালার নামে নারীদের অধিকার খর্ব করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে । বিভিন্ন পর্যায়ে কোটা প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে নারীদের প্রতিভা ও যোগ্যতাকে করুণার পাত্রে পরিণত করা হয়েছে । আমি তাঁদের সভায় উপস্থিত ছিলাম না । পত্রিকায় যতটুকু পড়েছি, তাই লিখলাম । মজার ব্যাপার হচ্ছে, একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী

ও নারীধর্ষনের সহায়ক আশরাফুজ্জামান খান সভা পরিচালনা করেন । যাহোক, মোল্লারা তাঁদের কৌশল পাল্টেছে দেখছি । তারা এখন জানে যে, সরাসরি নারী উন্নয়নের বিরোধিতা আজকের যুগে আর করা যাবে না । এখন তারা নারী দরদী সেজেছে । একাত্তরে যারা আমাদের মাবোনদের পাক হানাদারদের কাছে তুলে দিয়েছিল ক্ষমাতার স্বাদ পাওয়ার জন্য, যাদের ফতোয়াবাজির শিকার হয়ে নারীরা অহরহ আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে তারাই এখন নারীদরদী সেজে আবার নারী উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে লেগেছেন । প্রশ্ন করি, কোটা প্রথা প্রবর্তনের প্রশ্ন আসে কেন, সব কিছুই যদি ঠিক ঠাক থাকে, সব ধরণের সুযোগসুবিধাই নারীরা ভোগ করে থাকেন । কেন বিশেষভাবে 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা'র প্রয়োজন হয়, কিন্তু 'পুরুষ উন্নয়ন নীতিমালা'র প্রয়োজন হয়না ? আমাদের দেশে নারী শিক্ষার হার কত[†] ? শতকরা কয়জন নারী চাকরী করতে পারছে, স্বাধীন ব্যবসা করতে পারছে ? কয়জন নারী ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনব্যবসা প্রভৃতি পেশায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে ? যে কয়জন আছে তাদের সংখ্যা নগণ্য নয় কি ? এখান থেকেই বেরিয়ে আসে 'কোরআন-হাদীসের আলোকে নারীরা যাবতীয় সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন' এই দাবী কতটা ভিত্তিহীন মিথ্যা ও অসার । উক্ত দাবী সত্য হলে এনজিওগুলিকে কেন নারীশিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিতে হয় ? কারণ আর কিছুই নয়, সরকারী প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে মৌলবাদীদের প্রভাব বিস্তার । কথায় আছে, বিরোধ থাকলেই মীমাংসার প্রয়োজন হয়, সমস্যা থাকলেই সমাধানের প্রশ্ন আসে । ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার অধিকারের মধ্যে করুণার প্রশ্ন আসবে কেন ? করুণার পাত্রী করার ব্যবস্থা তো মোল্লাশ্রেণী নারীদের করে এসেছে যুগ যুগ ধরে । কিভাবে তা এই প্রবন্ধে আমি দেখাব । তবে তার আগে এখানে সামান্য কিছু নমুনা দেখাব । মোল্লারা ঠিকই বলেছেন, ইসলামে অবশ্যই নারীকে ন্যায্য অধিকার দেওয়া হয়েছে । বরং মোল্লারাই বিকৃত-গোজামিলের ব্যাখ্যা দিয়ে সে প্রদত্ত অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ-প্রতিফলন ঘটতে দেননি । যেমন, সম্প্রতি মোল্লাদের চাপে 'নারী উন্নয়ন নীতি-২০০৮' এর জন্য প্রণীত রিভিউ কমিটিতে কতিপয় ওলামাকে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং তারা নাবালিকা বিবাহকে আইন করে নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে নিরুৎসাহিত করার জন্য সংশোধনী দিয়েছেন কোরআন-হাদীসের অজুহাত দিয়ে । মোল্লারা নারী সমাজের কল্যাণ চাইলে (জাতশত্রু না হলে) নারীমুক্তির জন্য ক্ষতিকর এমন একটি আবদার করতেন না-এর উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নারীকে মননে, বুদ্ধিতে, মর্যাদায়, আর্থিক স্বাবলম্বনে পিছিয়ে রেখে ভোগের বস্তু করে রাখা । তারা এভাবে নিজেরাই প্রমাণ করছেন যে ইসলাম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বর্তমান সভ্যতার পথে যাত্রায় তার উপযোগিতা হারিয়েছে । প্রমাণ করেছেন যে, 'ইসলামী মূল্যবোধ', 'ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' বলে যেসব গাল্ভরা শব্দ ঐ গোষ্ঠিটি বলে এসেছে সেগুলো আজকের যুগে ন্যায়-নীতির বিচারে কত দুর্বল; ইসলাম নারীমুক্তির শত্রু-নারীর জন্য আত্মার 'বন্দীশালা' । নারীর শত্রু কি সত্যিই ইসলাম নাকি অপব্যাখ্যাকারী প্রতিক্রিয়াশিল মোল্লারা ? তাহলে ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন নারীসংগঠন, মানবাধিকার সংঠন এবং এনজিওগুলো মিলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে 'নারী নীতি' প্রণীত হয়েছিল, সেটকে কেন ২০০৪ সালে, রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত অনৈতিক উপায়ে লুকোচুরির আশ্রয় নিয়ে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল জোট সরকার মোলবাদীদের কারসাজিতে ? যেখানে কর্মসংস্থান, বাজারব্যবস্থা, ঋণ, সম্পদ, উত্তরাধিকার, ভূমির উপর নারীর অধিকার, যাতায়াত ব্যবস্থা, ডে কেয়ারের ব্যবস্থা(কর্মজীবি মায়েরদের শিশুদের দেখাশোনার জন্য বিশেষ আবাসিক ব্যবস্থা), দক্ষ-অদক্ষ নারীশ্রম-শক্তির কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে এবং বিচারবিভাগীয় উচ্চপদে নারী নিয়োগের নীতি, সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং সমান সুযোগ ও অংশিদারিত্বের

[†] নারী-৪৩%, পুরুষ-৫৯%

ধারাগুলি বাদ দেয়া হয়েছিল ? ডে কেয়ারের বিরুদ্ধাচরণের কারণ কি নারীকে চাকরী-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি থেকে বিরত-বঞ্চিত রাখার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিরু□সাহিতকরণ ? সভ্য দেশগুলিতে কর্মজীবি মায়েরা ডে কেয়ারগুলিতে নিশ্চিন্তে তাঁদের বাচ্চাদের রেখে যান কর্মস্থলে যাওয়ার পূর্বে । এই মানবিক ব্যবস্থা দিয়েই একটি সভ্য দেশের সমাজের সাথে মধ্যযুগীয় বর্বর সংস্কৃতির ধারক মোল্লা-মৌলবাদী আক্রান্ত-দূষিত আমাদের এই অসভ্য দেশের পার্থক্য করা যায় । নারীসমাজকে তাঁদের শত্রু চিনতে হবে, নইলে আখেরে আরো অনেক বেশী পস্তাতে হবে যা তাঁরা কল্পনাও করতে পারছেন না এই মূহুর্তে । নিউইয়র্কের মদীনা মসজিদে অনুষ্ঠিত ওলামাদের উপরোক্ত সমাবেশে কথিত বক্তব্যে আসা যাক । মৌলবাদীরা যে কথায় কথায় 'ইসলাম' শব্দটি ব্যবহার করেন মুখস্থ আপ্তবাক্যের মতো-তারা বোধ করি নিজেরাও জানেন না এধরণের টার্ম ব্যবহারের মস্তবড় ভুল ও ফাঁকটা কোথায় । এধরণের মুখস্থ শব্দ প্রয়োগের কারণে মনে হয় তারা ইসলামকে একটি অপরিবর্তনীয় জড়গ্রন্থ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চান মানুষের কাছে । ইসলাম তো একটা ব্যাপক ধারণা । যেখানে হাজারো তরীকা রয়েছে, বিজ্ঞ আলেমদের নিজেদের মধ্যেই হাজারো মতভেদ রয়েছে-সেটাকে কি করে একটি নির্দিষ্ট স্থির-ধ্রুব স্ট্যান্ডার্ড ধরে বলা যায়,'ইসলাম অনুমতি দেয়না, ইত্যাদি ইত্যাদি....।

হ্যাঁ, নারীকে বর্তমান আধুনিক যুগের উপযোগী অধিকার-মর্যাদা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যে স্পেস, যে প্রভিশন সেটা অবশ্যই ইসলামে আছে । সেটাই মোল্লারা মানতে বা বুঝতে চান না অথবা বুঝতে অক্ষম । তা' হলো, কোরাণের আদেশ-নির্দেশগুলির যুগোপযোগী ব্যাখ্যা । এই প্রবন্ধে সেটাই আলোচিত হবে ।

প্রিয় পাঠক, চলুন, আমরা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে দেখি, কোরাণ আসলে কি বলে সম্পদের উত্তরাধিকার প্রশ্নে । কারণ, আজকাল কতিপয় সংবিধান বিশেষজ্ঞ যেমন জাতিকে অজ্ঞ মনে করে ইচ্ছেমতো আইনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি একশ্রেণীর আলেম-মৌলানাও স্বার্থবুদ্ধি এবং ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির লোভ দ্বারা চালিত হয়ে ইসলাম ও শরীয়ত সম্পর্কে জাতিকে নিজেদের খেয়ালখুশীমতো বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে । প্রিয় পাঠক, কোন্ ব্যক্তির বাণীকে (এক্ষেত্রে খোৎবা ও ওয়াজমাহ্ফীল) আপনি বিশ্বাস করবেন, সেটা নির্ভর করবে ঐ ব্যক্তির চারিত্রিক গুনাবলী, ব্যক্তিত্ব, সততা প্রভৃতি অতীত-বর্তমান কার্যকলাপের রেকর্ডের উপর । সোজা কথায়, সমাজে যার গ্রহণযোগ্যতা গড়ে উঠেছে । শুধুমাত্র ওয়াজ-নসীহত আর নামাজ-রোযা করলেই কেউ মহৎ ও অনুসরণীয় মুমীন ব্যক্তিত্ব হয় না । মৌলানা-মৌলবীদেরকে যে আমাদের সমাজে এত সমাদর করা হয়, তা' কতটা সমীহের কারণে আর কতটা ধর্মীয় দুর্বলতা ও পরকাল ভীতির কারণে সেটা বলা মুশকিল । নবীজীকে যে মক্কার কুরাইশরা আল-আমীন উপাধি দিয়েছিল, তা তিনি অর্জন করেছিলেন দীর্ঘদিনের সত্যবাদিতা ও সততা দিয়ে তাঁদের মনজয় করেছিলেন বলে । মানুষের বিশ্বাসের মর্যাদা নবী (সঃ) রাখতে পেরেছিলেন বলেই বর্বর কুরাইশদের মাঝেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । ইসলামের প্রথম যুগের চারজন খলিফাও অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন । তার প্রায় ৫০০ বছর পর শেখ আলি উসমান, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি, কুতুব বখতিয়ার-শেখ ফরীদ প্রমুখ ধর্ম প্রচারক সাধকগণ ভারতবর্ষে এসে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তি-ভালবাসা অর্জন করেছিলেন তাঁদের বাহুল্যহীন অতি সাধারণ কৃচ্ছতাপূর্ণজীবন, বিশাল উদারতা, মহত্ত্ব ও মানবপ্রেম দিয়ে । পক্ষান্তরে 'নারী নীতি' নিয়ে মোল্লাদের উপরোক্ত অনৈতিক 'লুকোচুরি' কি সাক্ষ্য দেয় ? আজকের যুগে আমাদের শর্ষিনার পীর সাহেব

কিভাবে আপন ভাই-বোনের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন তার খবর আমরা জেনে যাই অন্যায়ের শিকার তারই বোনেরই করা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পত্রিকার পাতা থেকে(সমকাল; ৫ জুন,২০০৬)।

পরকীয়া প্রেমের মতো অনৈতিক কারণে খুন হন ইসলামী ঐক্যজোট নেতা ইকবাল (সমকাল; ২০ অক্টোবর, ২০০৫ অনলাইন সংখ্যা)। তো সেই আলোকে বিচার করুন আজকের যুগের মোল্লা-মৌলানাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু । সুতরাং সত্যের খাতিরে আমাদের নিজেদেরই সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নিতে হবে গ্রহণযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইসলামী পন্ডিতদের গবেষণালব্ধ দলিলাদি থেকে।

> "আমিই কোরাণ নাযিল করিয়াছি এবং আমিই উহার রক্ষক"-সূরা হিয্‌র, আয়াত ৯ । কোরাণের জিম্মা যেখানে আল্লা নিজেই নিচ্ছেন, তখন তথাকথিত 'কোরাণ-দ্রোহিতা' বা 'কোরাণবিরোধী তৎপরতা' ঘটে থাকলে তাঁর ভার আল্লাই নিচ্ছেন এবং এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন[‡] আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে(এক্ষেত্রে আলেম-ওলামেদেরকে) সেই বিতর্কিত দায়(নাকি কর্তৃত্ব ?) থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ।
>
> "অতএব, আপনি (রসুল সঃ) উপদেশ দিন, আপনি ত কেবল উপদেশদাতা, আপনি তাহাদের শাসক নহেন" । -সূরা আল্ গাসিয়াহ্, আয়াত ২১ ও ২২।
>
> "আমি পয়গম্বর প্রেরণ করিনা, সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরুপে ব্যতীত"....."তাহাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নহে"....."আমি আপনাকে তাহাদের সংরক্ষক করি নাই এবং আপনি তাহাদের কার্য্যনির্বাহী নহেন"....."আপনি তাহাদের বলিয়া দিন, আমি তোমাদের উপর খবরদারকারী নহি "..... ।-সূরা আল্ আনাম, আয়াত ৪৮,৫২,৬৬, ৬৯ ও ১০৭ ।
>
> "(হে রসূল) বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তা হইতে আগত । অতএব, যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক, এবং যাহার ইচ্ছা অমান্য করুক" ।....."আমি রসূলদিগকে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারীরুপেই প্রেরণ করি ।"-সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ২৯ ও ৫৬ ।
>
> "বলুন, ...আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছুই নহি" । -সূরা আল্ আহ্‌কাফ, আয়াত ৯।

প্রিয় পাঠক, এবার আপনারা মিলিয়ে নিন ইসলামী লেবাসধারী সংগঠনগুলি ও একশ্রেণীর মওলানার সাম্প্রতিক জেহাদী বক্তব্যের সাথে উপরের আয়াতগুলি-"কোরাণবিরোধী কোন আইন হলে আমরা প্রতিরোধ করব" । এরা কারা ?- 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন', জামাত এবং এর সমগোত্রীয় দলগুলি । উপরের আয়াতগুলি কি শাসনতন্ত্র বা শাসনব্যবস্থা হিসেবে কোরাণকে ব্যবহারের কোন অধিকার দিচ্ছে এমনকি রসুলুল্লাহ্(সঃ)-কে ? শাসনতন্ত্র মানে হচ্ছে কতগুলি আইন ও অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারা-উপধারার সমাহার । 'আইন' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করুন । যেখানে রসূলুল্লাহ্‌কেই কোন কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি, কোরাণের

[‡] টীকা-কারণ আল্লাহ্ জানেন যে এটা না করলে কোরাণের উপদেশগুলির প্রায়োগ-প্রশ্নে 'Authorization ' নিয়ে ভবিষ্যতে অহেতুক বিবাদ-বিতর্ক ও হানাহানি সৃষ্টি হবে ।

আয়াতগুলিকে আইন হিসেবে প্রয়োগ বা কায়েম করার জন্য, সেখানে আলেম-ওলামাদেরকে সেসব আয়াতকে আইন হিসেবে প্রয়োগের কর্তৃত্ব দেয়ার তো প্রশ্নই উঠে না, যাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে হাজারো দলাদলি এবং গোষ্ঠী , রয়েছে নৈতিকতা-গ্রহণযোগ্যতার একান্ত অভাব । তাহলে কীভাবে সেগুলিকে 'আইন' বলা হচ্ছে ? ইসলামী নামধারী এসব দলগুলির এইসব ত□পরতা জনগনকে ধোঁকার নিরন্তর প্রচেষ্টা ছাড়া আর কী বলা যাবে ? তথাকথিত 'আল্লার আইন' বা 'ইসলামী শাসন' নয়-আসলে নিজেদের মঞ্জিলে-মকসুদ অর্থা□ 'ক্ষমতা' নামক দেবীলক্ষ্মীর বরলাভই তাদের আসল মোক্ষ ।

উপরোক্ত আয়াতগুলি হচ্ছে শক্তিশালী দলিল যা দিয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণিত, যে কোরাণের বাণীগুলিকে উপদেশবার্তা ব্যতীত রাষ্ট্রনীতি হিসেবে প্রয়োগের কোন নির্দেশনা নেই, সুযোগও নেই । অথচ মোল্লারা রাষ্ট্রনীতির উপর একটি গোষ্ঠীর ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন, নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী নারীর উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কোরাণের আয়াতকে রাজনীতির হাতিয়ার বানিয়েছেন। প্রিয় পাঠক, এদের চারিত্রিক ও কায়েমী স্বার্থের স্বরুপ আমাদের চিনতে হবে । এই লেখক প্রবন্ধের স্থানে স্থানেই প্রসঙ্গ অনুযায়ী উপরোক্ত গোষ্ঠীর ধর্মীয় মুখোশ টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করবে । আমদেরকে এখন ঠিক করতে হবে, আমরা কি মোল্লা সম্প্রদায়কে প্রভু মানব("…..আমি(মুহম্মদ) স্পষ্ট সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছুই নহি") নাকি সৃষ্টিকর্তাকে প্রভু মানব । তবে একটা কথা তাদেরকে সুস্পষ্ট জানিয়ে রাখতে চাই, এই গোষ্ঠীর খোদার প্রতিনিধিত্বের ধৃষ্টতা এদেশের মানুষ সহ্য করবে না- "জনগণের কোন সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা মানিনা-সকল ক্ষমতা শুধু আল্লার"- এই ধরণের চাণক্য কৌশল দিয়ে, নির্বিকার-নিরপেক্ষ আল্লার উপর তথাকথিত 'আল্লার আইন' ও 'সার্বভোমত্ব' আরোপ করে নিজেদেরকে আল্লার স্থলাভিষিক্ত করার ধুর্ত মতলবি ধান্দায় বাংলার মানুষ বেশীদিন ভুলবে না । ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মীয় ও এথ্নিক গোষ্ঠীগুলিকে কিভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে, শত্রু-সম্পত্তির মতো একটি বর্বর বৈষম্যমূলক আইন করা হয়েছে হিন্দুদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার জন্য । মৌলবাদী গোষ্ঠীটি এই আইন থেকে নিজেদের হীনস্বার্থ হাসিল করেছে । সেসব প্রশ্ন এবং জাতিসত্ত্বা ও জাতিয়তাবাদের প্রশ্নের সাথে উপরোক্ত ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের দ্বন্দ্বের মীমাংসা প্রসঙ্গে স্বনামধন্য কলামিষ্ট গাফ্ফার চৌধুরী, প্রয়াত মনস্বী লেখক মানবতাবাদী ওয়াহিদুল হক, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মুনতাসীর মামুন প্রমুখ বুদ্ধিজীবিরা যথেষ্ট লিখেছেন-আর সেসব প্রশ্ন এ প্রবন্ধের আওতার বাইরে । তাই, সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলব যে, দেশের সংবিধানের উপর মুসলিম- অমুসলিম, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, নারী-পুরুষ সবারই হক রয়েছে । 'কোরাণের আইন'-এর নামে সংবিধানের ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সার্বভোমত্ব ও নিরপেক্ষতার উপর বৈষম্যমূলক হস্তক্ষেপ যেমন জনগণ মেনে নেবে না, তেমনি 'সার্বভোমত্ব ও ক্ষমতা শুধু আল্লার'(ফ্যাসিস্ট সাঈদীর কুখ্যাত উক্তি)-এ কথা বলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করার পায়তারা জনগণের বাঁচামরার সংগ্রামের মুখেই জবাবদিহিতার প্রয়োজনে ধুলিঃসাৎ হয়ে যাবে । পরবর্তীতে আমরা সময়মতো প্রসঙ্গ অনুযায়ী সম্পত্তির উপর নারীর উত্তরাধিকার প্রশ্নে শরীয়ার অনুশাসনগুলি ইসলামসম্মত(অর্থা□ কোরাণসম্মত) কিনা এবং নির্ভরযোগ্য কিনা তা' আলোচনা করব ।

১) **আলেম-মোল্লাদের কাছে কিছু প্রশ্নঃ** ক) আলেম-ওলামা সাহেবরা যে যুক্তিটি সবসময় দিয়ে থাকেন তা' হলো, কোরান নির্দেশ দিচ্ছে -'সম্পত্তির ক্ষেত্রে দুইজন নারীর অংশ একজন পুরুষের সমান '। তারা যুক্তি দেন-'নারীকে ভরনপোষণ ও রক্ষার দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে' । আজকের আধুনিক

সভ্য যুগে, কোন শিক্ষিত, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর জন্য এটা গ্রহণযোগ্য হবেনা এটা বলাই বাহুল্য । এধরণের চিন্তাধারা ও প্রবণতা থেকে আশংকা করার যথার্থ কারণ রয়েছে যে এই গোষ্ঠী শাসন ক্ষমতা পেলে নারীকে পার্শ্ববর্তী আফগানিস্তানের অনুকরণে সত্যই অন্দর মহলে ঢোকাবে কিনা ? উপরে বর্ণিত কোরাণের নির্দেশ(নির্দেশ নাকি উপদেশ সেটা উপরে আলোচিত হয়েছে) সম্পর্কে আসা যাক । ধরে নিলাম এই ক্ষেত্রে 'নির্দেশ' বলা হচ্ছে । আমরা আমাদের প্রথম কেস স্টাডিটি করব । কেসটি হলো, মিঃ এক্স মারা গেছেন । মরহুমের পুত্র সন্তান নেই । মা, বাবা, দুই মেয়ে ও স্ত্রী আছে । কে কত অংশ পাবে তা বের করতে হবে । এবার, পাঠককে অনুরোধ করব, কষ্ট করে সূরা নিসার ১০ ও ১১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত নির্দেশগুলি যত্নসহকারে পড়ুন । পিতা ও মাতা উভয়ে এক ষষ্ঠাংশ করে পাবেন; স্ত্রী এক অষ্টাংশ পাবেন; দুই কন্যা মিলে পাবেন দুই তৃতীয়াংশ । এবার কষ্ট করে অংশগুলি যোগ করুন । উত্তর যদি সঠিক হয় তবে আমাদের '১' পাওয়ার কথা অর্থাৎ ১০০% মিলে যাওয়ার কথা । কিন্তু, মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফলাফল ১-এর বেশী হয়ে যাচ্ছে । এ থেকে কি প্রমাণ হয় ? কোরাণ ভুল ? জানিনা, তবে হযরত আলী রসুলুল্লাহ্‌র(সঃ) মহাপ্রয়াণের পরে এই নির্দেশটিতে তখনকার উপযোগী সংশোধন করেছিলেন । এখন, আলেম-মোল্লা সাহেবদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা যে সবসময় দাবী করে থাকেন যে কোরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করার ক্ষমতা কেয়ামত পর্যন্ত কারো নেই , সেই দাবীর ভিত্তি কি এখানে আর থাকছে ? উপরে বর্ণিত কোরান-হাদীসের দলিলগুলি এবং নিম্নে বর্ণিত সূরা বাকারার ১০৬ নম্বর আয়াত থেকে এটি প্রমাণিত যে বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে, স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে কোরআন সংশোধনযোগ্য। এছাড়া এ সম্পর্কে অন্যান্য আয়াত বা দলিল কি বলে আমি একটু পরে আলোচনা করব ।

২(খ) দ্বিতীয় প্রশ্নঃ মোল্লারা যুক্তি দিচ্ছেন, পুরুষ যেহেতু নারীর ভরনপোষন ও রক্ষণাবেক্ষন করবে, সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের কর্তৃত্বের দাবীদার হচ্ছে পুরুষ । তা' ছাড়া, মেয়েরা ত' পিতা ও স্বামী উভয় পক্ষ থেকেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাবেন । কিন্তু, সেটা ত' একটি গোত্রীয় সমাজের জন্য প্রযোজ্য । এখন সূরা নিসায়(আয়াত ১০,১১) আমরা দেখতে পাচ্ছি, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্র-কন্যা থাকলে তাদের তুলনায় অনেক কম পাবেন(এক অষ্টমাংশ মাত্র)।

দেখা যাক, সূরা নিসা, আয়াত ১০ কি নির্দেশ দিচ্ছে-".....আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে, তবে তাহার মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাইবে ।"

"....আর এমন মৃত ব্যক্তি-.....এবং তাহার এক ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে, তবে এতদুভয়ের প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাইবে । আর যদি ইহারা তদপেক্ষা বেশী হয়, তবে ইহারা সকলে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হইবে, অছিয়ত পূর্ণ করার পর..." ।-(আয়াত ১২)

প্রিয় পাঠক, উপরের আয়াতগুলি ভাল করে প্রণিধান করা যাক, আমাদের সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে । সাধারণভাবে, মা-বাবার আগে সন্তানের মৃত্যু অস্বাভাবিক এবং ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরা হয় । কিন্তু এই 'যদি শর্ত'-কে মেনে নিলে, সন্তান, স্বামী এবং পিতার অংশ মিলে মাতা সর্বমোট পাবেন ৬২.৫ শতাংশ (১/৮+১/৬+১/৩)। এখানেও সমস্যা রয়েছে, পিতার সম্পত্তি ও স্বামীর সম্পত্তির পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে

। নিশ্চয়তার ব্যাপারে আমরা পরে কথা বলব । কিন্তু 'যদি' শর্তের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি কি ? বিশেষ করে আজকের যুগের বাজারে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের জন্য এটা অত্যন্ত বাস্তব একটি সমস্যা । ভ্রাতা বা ভগ্নী একজন হলে পাবে এক ষষ্ঠাংশ, একাধিক হলে পাবে এক তৃতীয়াংশ, সেখানে স্ত্রী পাচ্ছেন মাত্র এক অষ্টমাংশ । মনে রাখতে হবে, আমাদের সমাজে খুব কম ভাই পাওয়া যাবে যারা বোনদের দেখাশোনা করেন । কিন্তু আরবের গোত্রীয় সমাজে তা' ছিল না, তখন সম্পুর্ণ গোত্র মিলে একটি পরিবার হিসেবে গণ্য হতো । নারীদের আর্থিক নিরাপত্তা গোত্রের অবশ্য কর্তব্যরুপে গণ্য করা হতো । গোত্রের নিয়ম-কানুন প্রত্যেককে মান্য করতে হতো । অত্যন্ত ন্যায্য একটি প্রশ্ন হচ্ছে, যে স্ত্রী সারাজীবন সন্তান লালনপালন, তাদের মানুষ করা থেকে শুরু করে ঘর-গৃহস্থালি(এটাও শ্রমের মধ্যে পড়ে যার মূল্যায়ণ আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ করেনা) এমনকি বাহিরে চাকরী করলেন; যে স্ত্রী(বা সন্তানদের চিরাচরিত দুঃখিনী মা) সারাজীবন সংসারের জন্য অবদান রাখলেন স্বামীর সম্পত্তির উপর তাঁর দাবী ও হক কি পুত্র-সন্তানদের চেয়ে বেশী নয় ? আর মা তো সন্তানদের অমঙ্গল চাইবেন না । সেই স্ত্রী(বা সন্তানদের মা) পাবে মাত্র এক অষ্টমাংশ অথবা এক চতুর্থাংশ যদি সন্তান না থাকে(আয়াত ১১) ভ্রাতা-ভগ্নীদের এক ষষ্ঠাংশ বা এক তৃতীয়াংশের বিপরিতে(উপরের দলিল দেখুন) । প্রশ্ন হলো, আমাদের সমাজের বাস্তবতায় স্বামীর অনুপস্থিতিতে পুত্রের সংসারে পুত্রবধূর সাথে যদি কোন মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপন সংসারের স্থিতিশিলতার জন্য হোক বা স্বার্থপরতার জন্য হোক, মাতাকে যদি পুত্র সন্তান পৃথক হওয়ার জন্য চাপ দেয়, সেক্ষেত্রে মায়েদের অবস্থা কি হয় সেতো আমরা বাস্তবে প্রায়ই দেখতে পাই । বেচারী মা পালা করে একেক সন্তানের বাসায় থাকেন গলগ্রহের মতো । আবার কোন কোন মায়ের স্থান হয় নার্সিং হোমে । তাই বলছি, কোরআনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ গোত্রীয় সমাজের জন্য প্রযোজ্য ছিল, যেখানে প্রতিটি গোত্র তাদের নারীকে প্রোটেকশন দিত, কিন্তু আজকের যান্ত্রিক বাস্তবতার যুগে এটা প্রয়োগযোগ্য নয় । এই সাথে মিলিয়ে দেখুন নিম্নের দলিলগুলি-

"নসখ্(অর্থঃ কোন নির্দেশকে অন্য নির্দেশ দ্বারা প্রতিস্থাপন-কোরাণে এটা আছে)-এর উপলব্ধি আসিয়াছে মানুষের উপকারের জন্য সমাজের বিদ্যমান পটভূমি ও আইনের সমন্বয় করার প্রয়োজন হইতেই "-প্রিন্সিপল্স্ অফ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স-ড. হাশিম কামাল[§] ।

"..প্রত্যেক কালের জন্য বিশেষ আহ্কাম হয় ।.....এবং মূল কিতাব তাঁহারই নিকট রহিয়াছে ।"-সূরা রা'দ, আয়াত ৩৯ ।

২(গ) আলেম-ওলামা সাহেবরা একটি মিথ্যে কথা জাতিকে শুনিয়ে যাচ্ছে যে বাংলাদেশে নারীরা পিতা ও স্বামী উভয়ের পক্ষ থেকেই নাকি সম্পত্তির ভাগ পেয়ে থাকে । হাঁ, নারীকে এর মধ্যে যে কতবড় ফাঁক রয়েছে, তা ভুক্তভোগীরাই জানেন । বাংলাদেশের কয়জন নারী তাদের পিতার সম্পত্তি(কোরান বর্ণিত এক তৃতীয়াংশ) থেকে লাভবান হচ্ছেন ? সিংহভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, ভাইরাই বোনদের অংশটুকু ভোগ করে থাকেন, যে মোল্লারা এই ইস্যু নিয়ে হৈচৈ করছে তারাও এর বাইরে নয় । অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, আমার আত্নীয়স্বজনের মধ্যেই এর উদাহরণ রয়েছে । সম্পত্তি নিয়ে যারা কিছুমাত্র খোঁজখবর রাখেন,

[§] প্রত্যক্ষ সূত্রঃ বাংলা শরীয়া-১, হাসান মাহমুদ

তারা জানেন যে প্রায় ক্ষেত্রেই, বোনেরা তাঁদের অংশটুকু ভাইদের ছেড়ে দেন । যেমন, আমার গরীব আত্মীয়ারা তাঁদের পিতৃসম্পত্তির অংশটুকু শহরে বাসরত অবস্থাপন্ন ভাইদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ভাইদের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন অথবা কিছু Compensation -এর বিনিময়ে দিয়ে দিয়েছেন । অথচ, আগেই বলেছি, কথিত ঐ ভাইয়েরা বেশ অবস্থাশালী । মোল্লারা কি এই বাস্তব ব্যাপারটা জানেন না ? নিশ্চয়ই জানেন । কিন্তু তবুও তাঁরা ভন্ডামী করে চলেছন ।

২(ঘ) আলেম সাহেবদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো,-

২(ঘ)১. স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর হক ও অধিকার কি ভগ্নীর চেয়ে অনেক অনেক বেশী নয় ? সংসারকে দাঁড় করানো ও সন্তানদের মানুষ করার জন্য স্ত্রীর সারা জীবনের যে পরিশ্রম, নিষ্ঠা, এবাদত, সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন এসবের কি কোনই মূল্য নেই ? ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যেমন নারীকে দেবীর আসনে বসানোর নামে ইচ্ছেমত বঞ্চনা করা হয়েছে সারা জীবন আমিষ খেতে না দিয়ে এবং জীবন-যৌবন ও সাধ-আহ্লাদ থেকে, তেমনি আমাদের নারীরা কি 'মায়ের পায়ের নীচে বেহেস্ত' এই আপ্তবাক্যে সন্তুষ্ট থাকবেন ? এখন তো পুরুষতন্ত্র সেই সান্তণাটুকুও কেড়ে নিচ্ছে । সাম্প্রতিক কালে পুরুষতন্ত্রের চালু করা নতুন সুবিধাবাদী কুসংস্কার হলো, স্বামীর পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত'। স্ত্রীর তুলনায় মৃতের ভ্রাতা বা ভগ্নীর অংশ বেশী হওয়ার অজুহাতটি কি শুধু এই যে ভগ্নী, সম্পর্কে মৃত ব্যক্তির বেশী ঘনিষ্ঠ ? তাহলে কি স্ত্রীকে 'বাইরের একজন করুণাপ্রাপ্ত মানুষ' হিসেবে বিবেচনা বা ট্রিট করা হলো না ? এমন একটি পটভূমিতে স্বামী-স্ত্রীর অটুট পারিবারিক বন্ধন, পারিবারিক স্থিতিশীলতা এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একনিষ্ঠতা কতখানি আশা করা যায় ?

২(ঘ)২. পাঠক বোধ করি একমত হবেন যে, ভগ্নীর সবচেয়ে বেশী অধিকার হচ্ছে পিতা ও স্বামীর উপর । পিতার উপর জন্ম ও স্নেহগত(কন্যাসুলভ সেবার বৈষয়িক মূল্যায়ন প্রশ্নাতীত ও অরুচিকর, অনেক বঙ্গ নারীকে এটা শুধুই মর্মাহতই করবে) এবং স্বামীর উপর হলো দীর্ঘ কষ্টসাধ্য অর্জনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকার । তাই মৃত ব্যক্তির বোন পিতার কাছ থেকে সম অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ও স্বামীর কাছ থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত । মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যদি এভাবে পরিবারের বাহিরে চলে যায় ভ্রাতা-ভগ্নী(দের)কে এক ষষ্ঠাংশ বা এক তৃতীয়াংশ(তারা একের বেশী হলে) প্রদানের মাধ্যমে, তাহলে আজকের বাজার পরিস্থিতিতে সন্তানদের মানুষ করা তথা পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহ, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-যাতায়াত প্রভৃতি নানাবিধ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে আর্থিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি আসছে, তার গ্যারান্টি কে দেবে ? আলেমগণ কি দেবেন ? নাকি পরিবর্তে আমাদেরকে রিজিকের কথা বলে দায় সারবেন ? সবার জন্য রিজিকের নিশ্চয়তা থাকলে কেন গড়ে বছরে ৬ মিলিয়ন শিশু অথবা দিনে ২৬,৫০০ শিশু ক্ষুদা ও পুষ্টিহীনতায় মৃত্যুবরন করে(জাতিসংঘ রিপোর্ট)? জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পূর্বেই এই লক্ষ লক্ষ অবোধ শিশুদেরকে আল্লাহ্ পরীক্ষা করছেন-এধরণের চিন্তা-বিশ্বাস হাস্যকর নয় কি ? রিজিকের ব্যাপারটি আপনারা নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন কি ? গরীব-গুবরো জনসাধারণকে মোল্লারা সবর করতে বলবেন, পরীক্ষার কথা বলবেন, নিজেরা পরীক্ষা দিচ্ছেন কি ? তাহলে, ইসলামের স্বঘোষিত ঠিকাদার মুফতি(গডফাদারের অপর নাম কি মুফতি?) মওলানা ফজলুল হক আমিনী কেন নিজের ছেলেকে পাঠিয়ে দেন সন্ত্রাস-পেশীশক্তির সাহায্যে বেআইনিভাবে ওয়াক্ফ এস্টেটের(বড় কাটারা মাদ্রাসা) দখল নেয়ার জন্য(ভোরের কাগজ; ০১ মার্চ, ২০০৮

অনলাইন সংখ্যা)। খালেদার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে জনৈক পুলিশ কনষ্টেবল হত্যার নায়ক এই আমিনী ও তার সমমনা ধর্ম-ব্যবসায়ীরা সম্প্রতি ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর উদ্দ্যেশ্যে বলেছিল, কোরআনবিরোধী নারী নীতি প্রণয়ন করে তিনি নাকি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছেন । খুনি-সন্ত্রাসীরা যদি ইসলামের ঠিকাদারী নিয়ে নেয় এবং যেনতেন প্রকারে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করে তবে, জনগণের যে কি দশা হয় আর ইসলামেরই বা কি দশা হয় তা' মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে । আর আমাকে মনে করিয়ে দেয় , নজরুলের কবিতার দুটি লাইন, 'কোথা চেঙ্গিস, গজনী-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ? ভেঙ্গে ফেলো ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার'! এই লেখক দিন গুনতে থাকে কোন এক বর্বর, রুদ্রমূর্তি খানে-দাজ্জালের-যে হবে যুগ যুগ সঞ্চিত পাপ হতে জাত মূর্তিমান দানব । বিশ্বের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কূপমন্ডুকতা-সুবিধাবাদিতা-সংকীর্ণতা-অজ্ঞতা-পশ্চাদপদতা-অসহিষ্ণুতা-অধর্ম-অমানবিকতা-জাতিবিদ্বেষ-যুক্তি ও বিজ্ঞানবিমুখতা ইত্যাদি জনিত পাপই হবে ঐ দানবের শক্তির উ[]স ।

২(গ)৩. এতো গেল যাদের সহায়-সম্পদ আছে সেই শ্রেণীর কথা । কিন্তু, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব শ্রেণীর অনেক নারী আছে যারা বিবিধ বাস্তব কারণে একান্নবর্তী পরিবারে থাকতে চায় না । তাঁরা স্বাধীনভাবে স্বামী-সন্তানাদি নিয়ে থাকতে চায় । তাদের ক্ষেত্রে কি সমাধান ? গোত্রীয় সমাজের বিধান কি তাঁদের ক্ষেত্রে কাজ করবে ? তাঁদের মধ্যে অনেকেই তো হরেক পেশায় কাজ করেন-স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাঁরা হতে চান না বাস্তব কারণেই । লক্ষ লক্ষ নারী গার্মেন্টস্-এ কাজ করে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন, আবার কারখানা থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে সংসারের সমস্ত কাজ করছেন । মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপুলসংখ্যক পেশাজীবি নারী অফিসের কাজ সেরে বাসায় এসে সংসারের অনেক কাজ সারেন । সভ্য দেশগুলির অফিস-আদালতে, মলে বা ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলিতে দেখা যায় মেয়েদেরকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সুপারভাইজার, ম্যানেজার ইত্যাদি করা হয়-তাঁদের শ্রম ও দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরুপ । তাহলে আমাদের দেশে কেন তাঁদের ন্যায্য ক্ষমতায়ন মেনে নেয়া হবেনা ? সম্পত্তির ন্যায্য হিস্যাভিত্তিক আইনী কর্তৃত্ব দেয়া হবেনা যার যোগ্যতা তারা বহু আগেই প্রমাণ করেছে । মোল্লারা ১৪০০ বছর আগের সামাজিক কাঠামোকে এখনো মনোজগতে গেঁথে রেখে সে সময়কার পরিস্থিতিতে যেসব আয়াত নাজেল হয়েছে বা শরীয়ার(যা অনির্ভরযোগ্য) বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলিকে আজকের যুগে চালাতে চাইছেন কোনরকম সংস্কার না করে । তখনকার আরবের গোত্রবদ্ধ সমাজে রসূলুল্লাহ্‌র উত্থাণ ও সমাজসংস্কারের পূর্বপর্যন্ত মেয়েদের অবস্থা ছিল প্রায় দাসদের মতই । স্ত্রীরা এক গোত্র থেকে বা এক স্বামী দ্বারা(তালাকের মাধ্যমে) বিতাড়িত হলে অন্য গোত্র বা স্বামীর আশ্রয়লাভ করতো দাসীর মর্যাদা নিয়েই । তাছাড়া তখনকার যোগাযোগব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার কারণে ব্যবসাবাণিজ্যও ছিল মৌসুমভিত্তিক ও এবং খুব অপ্রতুল । এই অবস্থায় পুরুষদের পক্ষেই কেবল দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে সংসার ও গোত্রের অর্থনৈতিক চাকা ঠিক রাখতে হত । তাই স্বাভাবিকভাবেই সেযুগে যে পুরুষকে আর্থিক কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারের মাধ্যমে তা সেযুগের প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট প্রগতিশীল পদক্ষেপ ছিল । আর, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত এবং কাঠামোগত অনগ্রসরতার কারণে নারীর পূর্ণাঙ্গ সমানাধিকারের জন্য রসূলুল্লাহ্‌র সমসাময়িক সমাজ প্রস্তুত ছিল না ।

"আমি কোন আয়াত রহিত করিলে বা ভুলাইয়া দিলে তাহা অপেক্ষা উত্তম অথবা

সমপর্যায়ের আয়াত আনি"-বাকারা ১০৬ । দেখা যাচ্ছে যে, খোদ কোরানেই সামাজিক পরিবর্তনের সাথে বিধান পরিবর্তনের স্বীকৃতি আছে ।

উপরে ইতিমধ্যেই আমি নসখ্ (অর্থঃ কোন নির্দেশকে অন্য নির্দেশ দ্বারা প্রতিস্থাপন-কোরাণেও এটা আছে)-এর উল্লেখ করেছি ।

"(শারীয়া)-তে সেই সমাজের বৈশিষ্ট আছে যে সমাজে শারিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল ।"-ইমাম শাফি, "রিসালা"-পৃষ্ঠা ৩** ।

এবারে পাঠক বিচার করে দেখুন, ১৪০০ পূর্বের একটি সমাজব্যবস্থার জন্য যে 'সদুপদেশ'(বারবার বলছি-'আইন' নয়) প্রযোজ্য ছিল, আজকের যুগে তা' প্রযোজ্য কিনা । এই নিরন্তর সমাজবিবর্তন ও পরিস্থিতি বদলের ব্যাপারটি আল্লা জানেন বলেই কোরাণকে আইন হিসেবে নবী(সঃ)-র কাছে পাঠাননি । চিন্তা করে দেখুন, কত অসংখ্য ধরণের সমাজকাঠামো আজ পর্যন্ত মানবেতিহাস পার হয়ে এসেছে-সমাজ কোন স্থির জড়বস্তু নয় । আমরা শুধু মোটা দাগের কয়েকটি উদাহরণ দেব-প্রস্তরযুগের যূথবদ্ধ সমাজব্যবস্থা, দাসব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র অভিজাততন্ত্র, পূজিতান্ত্রিক সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং কল্যাণরাষ্ট্র । এখন, ধরা যাক, যদি কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ধরণের সম্ভাব্য পরিস্থিতির জন্য আল্লাহ্ নবী করীম(সঃ)-কে বাণী পাঠাতেন তাহলে কত লক্ষ পৃষ্ঠার কোরাণ লিপিবদ্ধ করতে হত ? সে কোরাণের আয়তনই বা কী হত ? যে যুগে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি, কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়নি সে যুগের জন্য সেটা কি অবাস্তব ছিল না ? তাছাড়া, তখনকার অন্ধকার বর্বর যুগে, যখন মানুষের মধ্যে জ্ঞান-শিক্ষা-মেধা ইত্যাদি বিকশিত হয়নি, সেযুগের মানুষের জন্য সেটা কঠিন হয়ে যেত নাকি ?

৩। কিছু বাস্তবভিত্তিক প্রশ্ন রাখতে চাই তথাকথিত আলেম-ওলামাদের উদ্দ্যেশ্য করে,-

ক) মৌলানারা বলছেন যে স্বামীর কাছ থেকে নারীরা সম্পত্তির অংশ(এক অষ্টমাংশ মাত্র) বা হিস্যা পেয়ে থাকেন তাই পিতার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তাদের জন্য যথেষ্ঠ । কিন্তু যেসব স্বামীরা কথায় কথায় শরীয়তের নামে 'তিন তালাক' বলে স্ত্রী তালাক দিচ্ছে গ্রামেগঞ্জে, সেক্ষেত্রে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিপরীতে নারীর সম্পত্তির হিস্যার গ্যারান্টি কে দেবে ? আর যদি, স্বামীর মৃত্যুর আগেই স্ত্রীর মৃত্যু হয় (সংসারের জ্বালায় নিষ্পষিত হয়ে), তবে তো তাদের স্বামীর উত্তরাধিকার ভোগ করার সুযোগই থাকে না । যে নারীটি অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে মারা গেলো(যা অহরহ ঘটছে) তাঁর দায়ভার কে নেবে ? মোল্লারা, মুসলিম পারিবারিক আইন চর্চাকারী কোর্ট, নাকি তথাকথিত সংবিধান প্রয়োগকারী রাষ্ট্র ? এক্ষেত্রে একমাত্র গ্যারান্টি হতে পারতো পিতার কাছ থেকে সমতার ভিত্তিতে(কোরাণের যুগোপযোগী প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রাপ্ত উত্তরাধিকার এবং শিক্ষা-চাকরী প্রভৃতি মৌলিক সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার যা শুধু একটি সঠিক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও অধুনিক যুগোপযোগী 'নারী নীতি' ও 'উত্তরাধিকার আইনের' মাধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব । তাহলে, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে 'নারীরা স্বামীর সংসারে গিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির আধিকার পাবে'-

** সূত্রঃ বাংলা শরীয়া-১, হাসান মাহমুদ

মওলানা সাহেবদের এই দুর্বল অজুহাত বিশাল একটি 'যদি'-এর মধ্যে পড়ে ধোপে টেকে কি ? আর স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে হয়, এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন-কর্তৃত্ব না পেলে, পরিবারে স্ত্রীর দুর্বল অবস্থানের কারণে স্বামী স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে এবং অনৈতিক-উচ্ছৃংখল জীবনের দিকে প্রলুব্ধ হতে পারে । তাই নয় কি ? বস্তি এলাকায় এবং শহরের এলিট সোসাইটিতে এটা খুব সাধারণ ঘটনা । তবে এও কি সত্য নয় যে, মোল্লাতন্ত্র চিরকালই পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন দিয়ে এসেছে ? নাকি কয়েকটি করে বিবি রাখার সুবিধা ও স্বেচ্ছাচারিতার গোপন লোভটি তারা দমন করতে পারেন না ?

এবার রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে আসি । সাম্প্রতি সংবিধানে নারীর সমানাধিকার সংরক্ষিত করে যে সমস্ত ধারা ৭২-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল এবং এখনো রয়েছে সেসব সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধেয় শাহরিয়ার কবীর তাঁর প্রবন্ধে('বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং নারীর অধিকার'-সূত্র দৈনিক জনকণ্ঠ) ব্যাপারে আলোচনা করেছেন । সার্বজনীন মানবাধিকারের জাতিসঙ্ঘ ঘোষণা বা সনদ 'সিডো'-তে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রতিট ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে এবং বাংলাদেশ এতে স্বাক্ষরকারী দেশ । এখন, কিছু গণবিরোধী-নারীবিরোধী মৌলবাদীর কথায় এই অঙ্গীকার থেকে সরে এলে বাংলাদেশ একটি অনুদার মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ করে সভ্য দেশগুলির কাছে পরিচিত হবে । এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিকভাবে কতটা বৃদ্ধি পাবে তা' পাঠকদেরকে ভেবে দেখতে বলি । তাই, আপনাদের কাছে অনুরোধ, দেশে আপনারা যারা মসজিদে নিয়মিত যাচ্ছেন, মসজিদের উপর আপনাদের সবারই সমানভাবে হক রয়েছে-আপনারা মসজিদগুলিতে খো[]বার নামে বিতর্কিত ও স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত(ক্ষমতার লোভে) রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানে প্রতিরোধ করুন, মসজিদগুলোকে রক্ষণশীল স্বাধীনতাবিরোধী হিংস্র মৌলবাদীদের একচ্ছত্র আধিপত্যের কাছে ছেড়ে দেবেন না ।

৪) ক) এবার আমাদের ফোকাস গ্রামের দিকে নিলে কি দেখব ? গরীব ঘরের নারীরা যদি পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা-অত্যাচার না মেনে, ফতোয়াবাজ মোল্লাদের প্ররোচনায় হিলা বিবাহের মত অবমাননাকর (গ্রাম্য সালিশিভিত্তিক বিচার-প্রহসন) না মেনে প্রভাবশালী পুরুষ ও মোল্লাদের ভোগের পণ্যমাত্র হতে অস্বীকার করে এবং আত্মসম্মান রক্ষার্থে যদি আত্মহননের পথ বেছে নেয়(অন্তত এই স্বাধীনতাটুকু তাদের রয়েছে, যা দিয়ে তাঁরা বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছে যে তাঁরা স্বাধীন সত্ত্বা ও স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ), শহরে গ্লানিকর পতিতাবৃত্তির জন্য যেতে বাধ্য হয় গরীব পিতার ভিটায় স্থান না পেয়ে, অথবা নিদেনপক্ষে ভাসমান মজুর হয়ে শহরের জনসংখ্যা ও অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে, তাঁর জন্য দায়ী কারা ? উত্তর হলো এক কথায় গ্রাম্য মহাজন-মাতবর শ্রেণীর শোষণ-নির্যাতনের সহযোগী ও স্বার্থরক্ষাকারী ফতোয়াবাজ মোল্লাশ্রেণী । কারণ এটাই চলে আসছে এবং চলছে । আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মোল্লাতন্ত্র ও সমাজের ভয়ে, গ্রামবাংলার অগণিত সম্পন্ন ঘরের বাবা-মারাও তাদের কন্যাদেরকে প্রাইমারী স্কুলের চৌকাঠ পেরোতে দেন না, বিয়ে দিতে বাধ্য হন । পরিণতিতে, শিক্ষাবঞ্চিত হয়ে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের অভাবে, হয় স্বামীর যৌতুকের দাবীতে নির্যাতন সইতে না পেরে একসময় আত্নহননের পথ বেছে নেয়, অথবা স্বামীপরিত্যক্ত হয়ে দুঃসময়ের পরিস্থিতিতে পতিতাবৃত্তির পথ বেছে নিতে হয় । ঐসব ভাগ্যাহতা নারী যদি পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ পেতো অথবা বাপের কাছ থেকে আর্থিক ক্ষমতায়নের সুযোগ পেয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেতো, তবে তাঁরা সাধ করে পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখাতোনা, আত্মহননের পথ বেছে নিতো না ।

মোল্লাতন্ত্রই এর জন্য দায়ী ।

মোল্লারা যদি এর দায় অস্বীকার করেন, তা হলে আমি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরব । মার্চ ত্রিশ, ২০০৭ সংখ্যার দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 'নারচরের মহিলা সমিতির দারিদ্র জয়' থেকে সংক্ষেপে তুলে ধরছি । কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের নারচর গ্রামের ঘটনা । পাশের গ্রামের ভূমিহীন কৃষক সিদ্দিকুর রহমান অভাবের তাড়নায় এলাকার এক দাদনদারের কাছ থেকে ঋণ নেন ৩ হাজার টাকা । গরুর ব্যবসা শুরু করে মাসে ১০ শতাংশ হারে সুদ গুনতে গিয়ে ঋণ আর শোধ হয় না । পরের বছর দাদনদার এসে তার ঘরদোর খুলে নিয়ে যায় । দাদনদার আর কেউ নয়, পার্শ্ববর্তী কৈয়নি গ্রামের মওলানা(?) আইউব আলী । কল্পনা করুন একবার, একজন ফতোয়াবাজ মওলানার প্রকৃত পরিচয় হলো সে দাদনদার, খাস বাংলায় সুদখোর কাবুলিওয়ালা । ভেবে দেখুন, এসব মৌলানা নামধারী ফতোয়াবাজদের স্বেচ্ছাচারী-মনগড়া ফতোয়ার পরিণামে গ্রামের অসহায় দরিদ্র নারীদের ভাগ্যে কী গজব নেমে আসতে পারে । যাই হোক, সিদ্দিক কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে হাজির হন পাশের নারচর গ্রামের অবস্থাপন্ন রওশন আরার বাড়ীতে যার স্বামী একজন প্রকৌশলী । ঘটনাটি রওশন আরার নারীমনকে ব্যথিত করে । তবে, এ ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রওশন আরা দাদন ব্যবসার শিকার ও অভাবজর্জরিত অসহায় নারীদের সংগঠিত করে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন-'নারচরের মহিলা সমিতি' ।..সেটা ছিল বিনা সুদে ঋণ নিয়ে অবলম্বনহীন মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার সংগ্রামী পদক্ষেপ ।..... ৬০টি গ্রামের মোট ২ হাজার ৩৫ জন নারী তখন নারচর সমিতির সদস্য । ১০ টাকা দিয়ে সদস্য হয়ে সুবিধাজনক সময়ে সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে কিছু একটা শুরু করা যায় । তখন পরিবারের পুরুষ সদস্যসহ অন্যরাও সেকাজে অংশ নেন । প্রথম আলো প্রতিবেদক যখন সরেজমিনে পরিদর্শন করছিলেন, তখন বিলকিসের স্বামী ও গ্রামের লোকের কাছে জানতে পারলেন যে নলকূপ বসানো নিয়ে মহিলা সমিতির উন্নয়নকাজে নারীদের অংশগ্রহন তথা সর্বোপরি সমিতিকে প্রতিরোধ করতে কোমর বেঁধে লেগেছিল তিনটি মহল- দাদনদার, মোল্লাতন্ত্র আর স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দল । সুদখোর আর মোল্লারা মিলে গ্রামে সমিতির ভদ্রলোকদের অবাঞ্চিত ঘোষণা করে । তাহলে দাদনদার-মহাজনদের শোষণ-নিপীড়নের সহযোগী শক্তি কারা ? উত্তর হলো এক কথায় ফতোয়াবাজ ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাতন্ত্র । তাদের অজুহাত কি ছিল ? নারীরা বেপর্দা হয়ে যাচ্ছে । কিন্তু, আসল কারণগুলি কি ? তাদের আর দাসী বানিয়ে ইচ্ছমতো ব্যবহার করা যাবে না, কয়েকটি করে বিবি রাখা যাবেনা । সালিশির নামে মাতবরদের কাছে ঘন ঘন দাওয়াত কিংবা জমিজিরাত(আল্লার নামে দান) উসুল করা যাবে না- দুর্দশাগ্রস্থ একেকজন নারীকে মহাজনদের হাতে হিল্লার নামে তুলে দিয়ে কিছু রাত ভোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে মাতবরদের প্রিয়ভাজন হওয়া যাবেনা । প্রিয় পাঠক, এই হচ্ছে আমাদের মোল্লাদের চরিত্র । যারা সুদখোর-মহাজনদের সুদখোরির সহায়তা করে, তাদের কাছে আমরা ইসলামের বাণী শুনতে চাই না । নারীরা যে মোল্লাদের কাছে ভোগের সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়, সেটা যে শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রমানিত হয়েছে সেটাও ঠিক নয়, এই প্রবন্ধের লেখক ঢাকা শহরে আমার এক আত্নীয়ের বাসায় এক মিলাদ-মাহ্ফীলে মৌলবী সাহেবকে বলতে শুনেছে যে, 'মেয়েরা হলো শোকেসের জিনিস, তাই শোকেসে সাজিয়ে রাখলেই তাদেরকে মানায়' । সব মোল্লারা এই ধারণা পোষণ করেন না,- সাঈদীদের কথাবার্তা আর নারী-উন্নয়নবিরোধী জেহাদী(?) তৎপরতায় তেমন কোন প্রমাণ আমরা পাইনি । ইসলামী ফ্যাসিস্ট, গডফাদার, বকধার্মিক সাঈদী তার নাপাক ওয়াজে বাংলাদেশের শিক্ষিত নারীদের পরিহিত পোশাক-পরিচ্ছেদ সম্পর্কে যে আদিরসাত্মক বর্ণনা

প্রদান করেন, তাতে বোঝা যায় যে তিনি দূরবীন দিয়ে মহিলাদের পোশাক পর্যবেক্ষণ করেন । আর উপস্থিত ধার্মিকরুপী পুরুষ ভন্ডের দল সেই রুচিহীন, অসংস্কৃত বর্ণনা উপভোগ করে ।

এই অসংস্কৃত বীর পুঙ্গবের দলই যে বায়তুল মোকাররমে তান্ডব চালাবে,- ইচ্ছেমত একাধিক বিবাহ, তালাক প্রভৃতি স্বেচ্ছাচারী কর্মকান্ডের মাধ্যমে নারীদেরকে ভোগের পণ্য করে রাখার সুবিধাগুলি হাতছাড়া হওয়ার আশংকায়, এতে আর আশ্চর্য কি । কিন্তু, প্রবন্ধের শুরুতে আমি বলেছিলাম, যে ইসলামের স্বঘোষিত ঠিকাদারদের ধর্মীয় মুখোশ আমি টেনে খুলে ফেলব প্রবন্ধের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গ অনুযায়ী । এদের স্বরুপ কি ? খেলাফত মজলিসের আমীর আল্লামা আজিজুল হক তার চার ছেলেসহ ৩০-৩৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী নিয়ে মোহাম্মদপুর সাতমসজিদ রোডের জামিয়া রহ্মানিয়া মাদ্রাসায় হামলা চালিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে(প্রথম আলো, মে ২৮, ২০০৭ অনলাইন সংখ্যা)। মাদ্রাসার লাইব্রেরী থেকে পাঁচ-ছয় লাখ টাকা মূল্যের বই লুট করে এবং মাদ্রাসার ক্যাসিয়ার আব্দুল্লাহ আল মাসুদকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ দুই লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় । ..... অভিযোগকারী হচ্ছেন(মামলার বাদী) উক্ত মাদ্রাসার সহসভাপতি হাজি মোহাম্মদ আলী ।

প্রিয় পাঠক, এই খেলাফত মজলিসের লোকরাই বিএনপি শাসনের শেষ দিকে ঢাকার কাদিয়ানীদের মসজিদে হামলা চালিয়ে বহু মুসল্লীদের আহত করেছিল 'তাঁরা মুহম্মদকে নবী মানেনা' এই মিথ্যা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ধুয়া তুলে এবং তাদেরকে অমুসলমান আখ্যা দিয়ে । বর্বর দেশ হিসেবে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিতে সেদিন তাঁরা কালিমা লেপন করেছিল । এই সন্ত্রাসীরাই কিনা আমাদের ইসলামের জিম্মাদার !

খ) মোল্লাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, সমিতি বা এন্‌জিওর নামে বেপর্দা মহিলারা বেগানা পুরুষের সাথে বেশরীয়তি মেলামেশা করে এবং স্বামীর অবাধ্য(মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ-ইসলামে সমর্থন নেই) হয় এই অজুহাতে সবসময় উন্নয়নের বিরোধিতা করছেন, দেশের অর্ধেক শক্তিকে আপনারা অকেজো করে দেশকে পিছিয়ে রাখছেন, কিন্তু কথিত চোদ্দগ্রামের ঐ সিদ্দিকদের মতো অভাবগ্রস্থ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর পিতাদের অসহায় কন্যারা বা স্ত্রীরা যদি পিতা বা স্বামীর অভাবের কারণে শহরে কাজ করতে গিয়ে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখায়, তবে সেটা কী শরীয়তসম্মত হবে নাকি ইসলামসম্মত হবে ? কোন্ ইসলাম ? বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে সিদ্দিকের মতো হাজারো অসহায় পিতা, কখনো বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া মেয়েকে অর্থকষ্টের কারণে যৌতুকের দাবী মিটিয়ে সময়মতো বিয়ে না দিতে পারার ফলে, আবার কখনো কন্যাটিকে লেখাপড়া শেখানোর অপরাধে, অথবা তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে বাড়ীতে স্থান দেওয়ার অপরাধে সমাজের কাছে নানাধরণের কটূকথা ও মানসিক গঞ্জনার শিকার হন, যার যার উ□স হলো মৌলানা-মৌলবীদের অশুভ সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রচার । সামান্যতম মানবতাবোধ এদের মধ্যে নেই ।

এখানে হয়তো আপত্তি উঠতে পারে এই বলে যে, কুমিল্লার একটি গ্রামের(নারচর) ঘটনা দিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত গ্রামের(ও শহরের) মোল্লাদের বিচার করা যায় না-নারচরের ঘটনা একটি বিচ্ছন্ন ঘটনা । তাদের চরিত্র সম্পর্কিত অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আমি ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি । লক্ষ্য করতে হবে যে, কথিত মহিলা সমিতির বিরুদ্ধে গ্রামের কোন একক মোল্লা পেছনে লাগেননি । লেগেছিল গ্রামের পুরো মোল্লাসমাজ । একজন ব্যক্তিমোল্লা আর মোল্লাতন্ত্র এক ব্যাপার নয় । অর্থা□, মোল্লাতন্ত্র গড়ে উঠে সম্মিলিতভাবে তাদের

গ্রাম শাসনের স্থানীয়ভাবে প্রভাব বা ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে । একজন মৌলবির ব্যক্তিগত বিরোধিতা একজিনিস আর জোতদার-মহাজনদের সাথে মিলে প্রভাব বিস্তার করা ভিন্ন জিনিস । আর এভাবে দেখলে, বাংলাদেশের অগণিত গ্রামেই মোল্লাতন্ত্রের উপস্থিতি দেখা যাবে । আবার অন্যদিকে, মোল্লাতন্ত্রকে কাজে লাগাচ্ছে পুরুষতন্ত্র । মোদ্দা কথা, পুরুষতন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক । বহু গ্রামেই, যেখানেই গ্রাম্য যৌথ খামার বা সমিতি অথবা এনজিওর কার্যক্রম(শিক্ষামূলক, বিনিয়োগভিত্তিক, স্বাস্থ্যভিত্তিক ইত্যাদি) দেখা গেছে, প্রায় সব জায়গাতেই স্থানীয় মোল্লারা বাধা দিয়েছে এবং তাদের শহুরে কমরেডরা বা সহযোগিরা তাতে উ□সাহ ও মদদ জুগিয়েছেন সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে । অর্থা□ সবসময়ই তাঁরা জাতির উন্নয়নের বিরুদ্ধে, প্রগতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে । অথচ ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের এত বিদ্বেষ, ভারতই নাকি পাকা ধানে মই দিচ্ছে, আপনারাই বলুন, দেশের অর্ধেক শক্তি নারীকে ঘরে আবদ্ধ রেখে আমরা কিভাবে ভারতের সংগে পাল্লা দেব ? যে পাকিস্তান একসময় সবকিছুতে ভারতের সাথে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করতো, আজ কেন এত পিছিয়ে পড়ল, ভারত কিভাবে এত সামনে এগিয়ে গেল-একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্নপ্রকাশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো, তা আমাদের ভাবতে হবে বৈকি । তাঁরা মানব-সম্পদ উন্নয়ন ঘটাচ্ছে গুরুত্বের সাথে, মানবদক্ষতা কাজে লাগাচ্ছে । তাদের নারী প্রোগ্রামার, নারী প্রকৌশলী, নারী চিকি□সক প্রভৃতি পেশাজীবীরা ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি ভারতের নারী মহাকাশবিজ্ঞানী আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ-গবেষণা ও অভিযান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে স্বদেশবাসীকে গৌরবান্বিত করছে । প্রিয় পাঠক, শুধু অন্যকে গালি দিয়ে, নিজেদের দোষগুলির ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রেখে আমরা কোনদিন এগোতে পারবনা ।

গ) ইসলামের ধ্বজাধারীরা কি জানেন যে, শহরে কর্মরত গৃহপরিচারিকা(যাদের অনেককেই গৃহস্বামীদের লালসা পূরণ করতে হয় বাধ্য হয়-(পেটের জ্বালা বড় দায়, গার্মেন্টস শ্রমিক, ইটভাঙ্গা নারী শ্রমিক ইত্যাদির এক বড় অংশেরই গ্রামে স্বামী রয়েছে) ? তাঁদের অনেককেই জীবিকার বাস্তব প্রয়োজনে, টিকে থাকতে গিয়ে, অথবা শহরের বস্তিতে সস্তা ভাড়ার নিমিত্তে বা একাধিক পুরুষের থাবা থেকে বাঁচার জন্য সাইনবোর্ড হিসেবে(দ্বিতীয়) একজন পাতানো স্বামী নিয়ে লিভ টুগেদার করতে বাধ্য হয় ? এটা নতুন কোন ব্যাপার নয়, বহু দিন থেকেই চলে আসছে । মোল্লারা ত' গ্রামে আধা সামন্ত শ্রেণীর এবং শহরে লুটেরা ব্যবসায়ীদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করে আরাম-আয়েশে থাকেন, হারাম-হালালের বাছবিচার না করে, তাঁদের এসব অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয় । 'উচ্ছিষ্ঠভোগের' ব্যাপারটি ঈষ□ ব্যাখ্যা না দিলে পাঠক হয়তো আমার উপর বিক্ষুব্ধ হবেন এই ভেবে যে আমি মনগড়া বক্তব্য চালিয়ে দিচ্ছি । অভিজ্ঞরা জানতে পারেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম শহরে এত অসংখ্য মসজিদ স্থাপনের পেছনের রহস্যটা কি ? না, পরলৌকিক কোন লাভের জন্য নয়, স্রেফ জাগতিক-ইহলৌকিক কারণেই ঢাকা শহরের অলিতে-গলিতে এত মসজিদ স্থাপন করা হয়েছে । মসজিদকে কেন্দ্র করে যে শপিং সেন্টারগুলি গড়ে উঠে, তার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে রীতিমতো কামড়াকামড়ি-টেন্ডারবাজি শুরু হয় বৈধ-অবৈধ সমস্ত উপায়ে । এইসব লুণ্ঠন ও চাঁদাবাজির একটা অংশ আল্লার নামে দান করা হয় মোল্লাদের বিভিন্ন ফান্ডে, তাতে নাকি সব হালাল হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাঁদা নিয়ে গঠিত ফান্ড আত্মসা□ করে কীভাবে ইনকিলাবের মওলানা মান্নান নিজের ব্যবসায় কাজে লাগিয়েছেন, সেসব ঘটনা আমরা পত্রিকায় দেখেছিলাম । আজ, যেসব ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক গোষ্ঠী নারীর সমানাধিকারের বিরুদ্ধে মিছিল-সমাবেশ করছে, সে মোল্লারাই কিন্তু একসময়ের খুনি ও প্রতারক মৌলানা মান্নানের স্মৃতিচারণ-সভায়

বা মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় হরহামেশা বলে থাকেন, যে মৌলানা মান্নানের জীবন, ইসলামের সেবায় তাঁর 'আপোষহীন' সংগ্রাম(বিশেষ করে আ.লীগ সরকারের সঙ্গে) নাকি তাদের জন্য পাথেয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত ! বক্তব্যগুলি হুবহু এরকম না হলেও মূলকথাটা তাই ছিল । এখন, প্রশ্ন হলো, মৌলানা মান্নানের কোন্ আদর্শটিকে এই মোল্লারা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত মনে করছেন ? চাঁদাবাজি ও প্রতারণা(যার উদাহরণ উপরে দেয়া হয়েছে) ? নাকি একাত্তরের সময় বুদ্ধিজীবি হত্যা ? প্রিয় পাঠক, আজ এই একই গোষ্ঠী নারীর সমানাধিকারের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে তথাকথিত ইসলাম রক্ষার নামে । এই গোষ্ঠীই ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১এর স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি সাংস্কৃতিক, স্বাধিকার ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধিতা করে এসেছে । ইতিহাস সাক্ষী, চিরকালই এরা গণমানুষের গণতান্ত্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং কায়েমীস্বার্থের পক্ষে অর্থাৎ এষ্টাব্লিশমেন্টের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে ।

তো, কথা হচ্ছিল, গ্রাম থেকে আসা বস্তিবাসী ছিন্নমূল নারী-পুরুষ শ্রমিকদের লিভ-টুগেদার নিয়ে । ফতোয়াবাজদের কাছে প্রশ্ন, স্বামীর অজান্তে অথবা অবিবাহিত নারীশ্রমিকদের এই যে লিভ টুগেদার-এটাওতো বেশরিয়তি কাজ, পারবেন কি এটা বন্ধ করতে ? তা হলে তো গ্রাম থেকে মহাজনী শোষণ এবং কৃষিতে পূজিবাদ তথা গ্রাম্য বাজারব্যবস্থায় বিবিধ উদারীকরণের ফলে সৃষ্ট মেরুকরনের কারণে নিস্বীকরনের শিকার নারীপুরুষের শহরমুখি স্রোতকে বন্ধ করতে হবে(যার অনেকটা দায়দায়িত্ব আপনাদের উপর বর্তায়) ? । না আপনারা সেটা পারবেন না, কারণ এরই নাম হচ্ছ সমাজবিবর্তন, সমাজ বাস্তবতা-যা সমাজ বিকাশের ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম, যা আপনাদের জন্য দুর্বোধ্য । ১৪০০ বছর আগের আরবের সমাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো আর শিল্পবিপ্লবোত্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এখনকার তৃতীয় বিশ্বের গরীব মুসলিম দেশগুলোর শতধা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ কাঠামোর মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক । আরবে তখন এত শত শত বস্তি ছিল না । সারভাইভাল-প্রটেকশন ও জৈবিক চাহিদা প্রভৃতি কারণে ঐ ভাসমান নারী শ্রমিকরা লিভ-টুগেদার করতে বাধ্য হয়, বিবাহ তাদের কাছে খরচের বিলাসিতা আর স্বাধিনতা ত্যাগ । তো কথা সেটা নয়, প্রশ্ন হলো নারীদের উপরোক্ত অবস্থার জন্য দায়ী কি শুধু মহাজনী ও গ্রামীন পুজিবাদী শোষন ? তা অবশ্যই নয়, মোল্লাতন্ত্রও অনেকাংশে দায়ী । কিভাবে ? গ্রামীন সামন্ততন্ত্রের জন্য উপযোগী সাংস্কৃতিক আবহটি মোল্লারাই তৈরী করে রাখেন-কিভাবে কতভাবে সেটা করেন তা লিখতে আলাদা একটি নিবন্ধ লিখতে হবে ।

ঘ) এখন, শহরের মোল্লারা মাঝেমধ্যেই পূণ্যলোভে হুংকার ছাড়েন পতিতালয়গুলো বন্ধ করে দেবেন । আমার বিনীত প্রশ্ন, এটা করার নৈতিক অধিকার তাদের রয়েছে কি ? বাংলাদেশে উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রমকে (অবশ্য জামাতি এনজিওগুলো মাফ) প্রথম থেকেই প্রতিরোধ ও বিরোধিতার মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে গ্রাম ও শহরের মোল্লারা কি একযোগেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছে না ? তবে কোন অধিকারে ভাগ্যাহত এইসব পতিতার জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা না করে তাদেরকে উচ্ছেদ(পতিতালয় থেকে) করার জন্য অমানবিক বর্বর হামলা চালানো হয় ? কথায় আছে,'শঠ রাজনীতি আর মৌলবী-পুরোহিতদের ভণ্ডামী নাকি বেশ্যাবৃত্তির চেয়েও খারাপ'। কথাটা উল্টো করে বললে, বেশ্যাবৃত্তিও এর চেয়ে উত্তম, তারা আর যাই করুক লোক ঠকায় না । তাঁদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করার মুরোদ কি তথাকথিত ধার্মিকদের আছে ? এটা কি শুধু সরকারের কাজ ? ভদ্রলোকদের মত না হোক, কোনরকমে পেটেভাতে খেয়েপরে বেঁচে থাকা তো তাদের অধিকার । আপনারা তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীও হতে

দেবেন না, আবার এদিকে পতিতাবৃত্তিও করতে দেবেন না, তবে তারা যাবে কোথায়-আত্মহত্যা করবে ? সে পথও তো আপনারা আপ্তবাক্য দিয়ে বন্ধ করে রেখেছেন ।

এখন মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক । উপরে বর্ণিত এইসব গ্লানিকর জীবনের পরিণতি ও ঘটনা হয়তো অনেক কম হতো যদি নারীরা পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে পুরুষের সাথে সমানাধিকারের আইনগত প্রটেক্শন পেতো এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারতো ।

৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের(১৯৩৯-১৯৪৫) পূর্বে ও তারপরও বহুকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলিম ও হিন্দু পরিবারগুলোর কাঠামো ছিল প্রধানত একান্নবর্তী ধরণের এবং মূল্যবোধ ছিল রক্ষণশীল তথা মধ্যযুগীয় ধাঁচের, এটা আমরা মোটামুটি অনেকেই জানি । তখন হিন্দু-মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে নারীদের কঠোর পর্দার মধ্যে রাখা হতো । মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা ইংরেজি শিক্ষা দূরে থাকুক, বাংলা শিক্ষাও নিষিদ্ধ ছিল ধর্মীয় বিধানের নামে । শুধুমাত্র ফারসী ভাষায় সীমিত কিছু ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেতো । বেগম রোকেয়ার পারিবারিক জীবন এবং ভাইয়ের সাহায্য-অনুপ্রেরণায় লুকিয়ে লুকিয়ে রাতের বেলা বিদ্যাচর্চা করার কাহিনী আমরা সবাই জানি । হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারগুলোতেও নারীদের একই অবস্থা ছিল । তো একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে নারীদের যখন এই অবস্থা চলছিল, তখন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে কালোবাজারী, মজুতদারী ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হলো এবং বহু দিন স্থায়ী হলো, তাতে ঘটলো ইতিহাসের জঘন্যতম মন্বন্তর যা পঞ্চাশের মন্বন্তর বলে কুখ্যাত । সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাহারে মেরে ফেলা হয়, যে ষড়যন্ত্রের হোতা ছিল শাসক ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠী এবং তাদেরই উচ্ছিষ্ঠভোগী এদেশেরই এলিট ও লুটেরাবুর্জোয়াচক্র ।

তো এই মন্বন্তরের পটভূমিতে হিন্দু-মুসলিম একান্নবর্তী পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে যেতে লাগলো, একসময়ের সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারগুলোর উপর নেমে এলো চরম বিপর্যয় । পরিবারের পুরুষ সদস্যরা আকালের সময় স্ত্রী-কন্যাদের বেশীদিন ভরনপোষণ করতে অক্ষম হওয়ায়, একসময় ঐ হতভাগ্য নারীদের পথে বের হতে হয় কাজের সন্ধানে । তাদের কেউ শহরে এসে নব্য ব্যবসায়ী শ্রেণী বা উচ্চবিত্তের মানুষের বাড়ীতে দাসীবৃত্তির কাজ নিল(এবং হয়তো খুব অনিবার্য কারণেই অনেককে গৃহকর্তার যৌনক্ষুধা মেটাতে হয়েছিল), কেউবা প্রথমে ভিক্ষাবৃত্তি এবং তাতে টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখাল । অবশ্য হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারের যেসব রমনীগণ নৃত্য ও গীতবিদ্যা তথা ধ্রুপদী সংগীত শেখার সুযোগ বা সোভাগ্য লাভ করেছিল তারা বড়জোর বাঈজী হিসেবে জীবন নির্বাহ করতে পেরেছে । তবে এদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে নগন্য । সত্যজিত রায়ের সাড়া জাগানো এবং জাতিয়-আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছায়াছবি 'অশনি সংকেত'-এ মন্বন্তর বা আকালের সময়ে মেয়েদের দুর্দশার জীবন্ত ও করুন চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায় । দেখা যায় কিভাবে এক মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের সুন্দরী ললনা পাড়ার অন্য মেয়েদের সংগে কিছুদিন পাশ্ববর্তী ডোবাগুলিতে বুকসমান পানিতে কচু, লতাপাতা এসব দিয়ে একবেলা অন্ন জোটানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে । তারপর সেসবও যখন ফুরিয়ে গেল, এক পয়সাওয়ালা ভীষণদর্শণ এক ব্যবসায়ীর(নাকি মজুতদার-দানব ?) হাত ধরে শহরে পাড়ি জমাল অনিচ্ছাসত্ত্বেও , যে লোকটি এতদিন তাঁকে প্রস্তাব দিয়ে আসছিল তার হাত ধরে পালানোর জন্য । না, কোন প্রেম-ভালবাসার বশবর্তী হয়ে নয়, ভদ্রঘরের ঐ

মহিলাটিকে কিছুদিন নিজের কাছে রেখে বিয়ের নাম করে ভোগের জন্য । তারপর ঐ মহিলাটির কি পরিণতি হয়েছিল, বুদ্ধিমান পাঠক বা দর্শকদেরকে নিশ্চয় বুঝিয়ে বলতে হবে না । তখন ভদ্রঘরের অসংখ্য নারীর ভাগ্যে এটাই ঘটেছিল ।

এবারে একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন রাখতে চাই । উপরোক্ত এসব নারীদের সম্ভ্রম, মানমর্যাদা, পর্দা ও আব্রু তথা পারিবারিক খানদানীত্ব এবং শরীয়তি আদব যে রক্ষা হলোনা, বন্যার জলের মতো ভেসে গেল, তাঁর জন্য মূলত কি কারণ দায়ী ছিল ? উত্তর হতে পারে- ক) পরিবারের পুরুষদের অক্ষমতা ? খ) বিশ্বযুদ্ধোত্তর মরণদশাগ্রস্থ পূজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংকট তথা কালোবাজারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ? গ) স্বাধিনতা সংগ্রাম দমনের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে গণহত্যার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ ? ঘ) তৎকালীন রক্ষণশীল পরিবারগুলোর মুসলিম নারীদের ইংরেজী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া, পেশাগত দক্ষতা(যেমন- শিক্ষকতা, ডাক্তারী প্রভৃতি) বা যেকোন হাতের কাজ শিক্ষা ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা-যা করা হতো খানদানী কৃষ্টি(সম্ভ্রান্ত শরীফ ঘরের আদব-কায়দা) এবং শরীয়তনির্দেশিত পর্দা প্রথার কঠোর প্রয়োগের দোহাই দিয়ে । ঙ) মুসলিম নারীর পিতার সম্পত্তির যুগোপযোগী উত্তরাধিকার থেকে (শরীয়তসম্মত এক তৃতীয়াংশের হিস্যা নয়) বঞ্চিত হওয়া ? কোনটি প্রধান কারণ ?

বিবেচকমাত্রই বুঝতে পারবেন যে, খ) ও গ)-এ বর্ণিত উত্তরটি পটভূমিগত কারণ, প্রত্যক্ষ কারণ নয় ? আমাদের দেখতে হবে যে প্রতিকূল ও সংকটময় পরিস্থিতিতে, শরীয়ার নামে যে অনুশাসন ও কৃষ্টি বিরাজমান ছিল তা কালের পরীক্ষায় টেকসই কিনা, উত্তীর্ণ কিনা । কারণ শরীয়তি অনুশাসনকে অপরিবর্তনীয় বিধান হিসেবে মোল্লারা দাবী করে থাকেন, বিশেষ পরিস্থিতি এবং সমাজকাঠামোর ক্রমাগত বিবর্তনের বাস্তবতাটুকু বিবেচনায় না নিয়ে । উপুযুক্ত উত্তরটি সম্ভবত ঘ) ও ঙ)-এ বর্ণিত সম্মিলিত উত্তর । কথিত ঐসব ভাগ্যাহতা নারীর যদি শিক্ষা থাকত, হরেক রকমের হাতের কাজের কোন না কোনটি জানা থাকত, আর পিতার সম্পত্তির সমভাবে প্রাপ্ত অংশ দিয়ে এবং হস্ত-দক্ষতা ব্যবহার করে ছোটখাট বিনিয়োগ করতে পারতো, তবে তাদেরকে মন্বন্তরের সময় ভিক্ষাবৃত্তি বা পতিতাবৃত্তিতে নামতে হতো না । কিন্তু মধ্যযুগীয় শরীয়তি সংস্কৃতি ছিল এর অন্তরায় । অনেকে আপত্তি তুলতে পারেন যে, শরীয়তনির্দেশিত পিতৃসম্পত্তিতে নারীর এক তৃতিয়াংশের হিস্যা থেকে কেউ নারীকে বঞ্চিত করলে তার জন্য শরীয়ত দায়ী হবে কেন ? । কারণ, শরীয়তের মাধ্যমেই নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং বিবিধ পারিবারিক বিষয়ে পরিবারের কর্তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে নারীর সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারকে অবদমিত রাখতে । আমি খুব সংক্ষেপে কোরানের কিছু আয়াত এবং বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব ।

"যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনি ভালই জানেন" । আয়াতটি ইঙ্গিত করছে, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে বিধান পরিবর্তনের স্বীকৃতিকে ।

এবারে আসা যাক পরিবারে নারীর সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান প্রসঙ্গে । হানাফী আইন পৃঃ ১৩৮-১৩৯ থেকে[††]-

[††] প্রত্যক্ষ সূত্রঃ banglarislam.com; হাসান মাহ্মুদ

"বিয়েতে মেয়েরা অভিভাবক হতে পারবে না" ।

"ব্যবসার দলিলে নারী-সাক্ষী পুরুষের অর্ধেক"-হানাফী আইন,৩৫২ পৃষ্ঠা ; শাফি'ই আইন-পৃঃ ৬৩৭ ।

"প্রথম হইতেই নারীসাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য না হইবার কারণ হইল,- তাহাদের বুঝিবার কম ক্ষমতা, তাহাদের কম স্মরণশক্তি, ও তাহাদের কম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা "। -দি পেনাল ল' অফ ইসলাম-মোঃ ইকবাল সিদ্দীকি, কাজী পাবলিকেশন্স, লাহোর-পৃঃ ৪৪,৪৫,৪৬,৪৭, ১২৭ ও ১৪৯[#] ।

তাহলে, উপরোক্ত দলিল দুটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবেই স্বীকার করা হচ্ছে না, যাদের বোধশক্তি ও স্মরণশক্তির উপরই কোন ভরসা করা হয়নি, হেলায় অগ্রাহ্য করা হয়েছে, সেখানে পারিবারিক, সাংসারিক বা জাগতিক যে কোন বিষয়ে পরিবারের মধ্যে নারীর যে সিদ্ধান্তগ্রহণের ও মতামত প্রকাশের ক্ষমতা থাকবে না সেটা বলাই বাহুল্য । পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলিম পরিবারগুলোতে নারীদের এ অবস্থাই ছিল যার বিরুদ্ধে মহীয়সী বেগম রোকেয়া আজীবন আদর্শিক সংগ্রাম করেছন । এখন পরিবারে যখন নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণের ও মতপ্রকাশের অধিকারই থাকে না, যার লাইসেন্স শরীয়াই দিয়ে দিয়েছে, সেখানে তাকে উত্তরাধিকার প্রশ্নে অবদমিত ও প্রভাবিত করে নিষ্ক্রীয় করে রাখার পথটি সহজ নয় কি ? "যাদের বোধশক্তির অভাব রয়েছে, স্মরনশক্তি ও বিচারবুদ্ধির অভাব রয়েছে, তারা সম্পত্তি নিয়ে কি করবে" ? "বিচারবুদ্ধি-স্মরণশক্তির অভাব থাকলে(শরীয়াপ্রদত্ত লাইসেন্স) তারা ত' সম্পত্তিকে কাজে লাগাতে পারবে না, বিনিয়োগও করতে পারবে না-অপচয়ই শুধু করবে"। এসব যুক্তি দিয়েই শরীয়ার অস্ত্র ব্যবহার করে তকালীন মুসলিম পরিবারগুলোর পুরুষ সদস্যরা নারীদেরকে অবদমিত করে রাখতো(যা আজও চলছে)। আর তার ফলাফল ছিল, মন্বন্তরের সময় একসময়ের পর্দানশীন নারীকে পতিতাবৃত্তি অথবা দাসীবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হওয়া । এই হলো গিয়ে শরীয়তি খানদানী(অর্থা বনেদি) কৃষ্টির পরিণতি ।

ফতোয়াবাজির কারণে নারীদের আত্মহত্যা অথবা পতিতাবৃত্তির পথ বেছে নেয়ার ব্যাপারে সঠিক পরিসংখ্যানের জন্যএকটা ব্যাপক সরেজমিন অনুসন্ধান হলে ভাল হয় । তবে 'আইন ও সালিশ কেন্দ্রের' মতো সংগঠনগুলোর কাছে অথবা জাতিসংঘের নারীসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদনে এসব পরিসংখ্যানগত তথ্য পাওয়া যেতে পারে । অনেক পাঠক হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন, আমি একচেটিয়া মোল্লাতন্ত্রের বিপক্ষে লিখছি, নারীর উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় প্রথার নামে যে নিপীড়ন করা হয়েছে বা এখনো হচ্ছে, সেসব নিয়ে আমি নীরব কেন ? কারণ দুটো-এক, এই লেখার মুখ্য উদ্দ্যেশ্য হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ের বিতর্কিত 'নারীনীতি' এবং ব্রিটিশ কালপর্ব থেকে সমকালীন সমাজ পর্যন্ত মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদার ক্ষেত্রে মোল্লাতন্ত্রের ভূমিকার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করা । দুই, যুগ যুগ ধরে মনুসংহিতার নামে হিন্দু নারীদের কিভাবে নিষ্পেষিত করা হয়েছে, সতীদাহ-সতীচ্ছেদ প্রভৃতি হাজারো বর্বর প্রথার মাধ্যমে, এবং এখনো কি ধরণের নিষ্পেষণ চলছে, সেসব আলোচনা করবেন হিন্দু সমাজের কোন আলোকিত প্রাজ্ঞ লেখক-যা এই প্রবন্ধের আওতার বাইরে ।

[#] পূর্বোক্ত

৫। গ্রাম্য সমাজে এখনো এধরণের ভুরি ভুরি ঘটনা দেখা যায় যে, পিতা হয়তো অন্য কোন যুবতী নারীকে বিয়ে করছে বিবাহযোগ্যা কন্যার উপস্থিতিতে, তখন মা-মেয়ের ভাগ্যে নেমে আসে দুর্গতি । আর যদি সেই সাথে একাধিক ছেলে সন্তান থাকে, তবে তথাকথিত শরীয়ত-নির্দেশিত, নারীদের জন্য পিতৃসম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের যে ফর্মূলা, তাঁর পরিণতিটা কি দাঁড়াচ্ছে ? কোরআনে শর্তসাপেক্ষে বহুবিবাহ অনুমোদিত । কারণটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ্‌র সময়ের আরব্য সমাজে গোত্রের নিয়ম অনুযায়ী নারীদের ভরনপোষণের দায়িত্ব পিতা, স্বামী বা (তালাক-হিলা প্রভৃতির ফলে) অন্য কোন পুরুষের হাতে ন্যাস্ত হতো । তখনকার যুগের জন্য সেটি স্বাভাবিক হলেও আজকের যুগের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীরা এ ধরণের সমাধান মেনে নেবেন না । তো, স মা ও সৎ-ভাইবোনদের উপস্থিতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হিস্যা(এক অষ্টমাংশ); কন্যাসন্তানদের(অর্থা পরস্পর সৎবোন) হিস্যা(এক তৃতীয়াংশ) কি উপরোক্ত অবস্থায় একই থাকছে নাকি যথাক্রমে এক ষষ্টদশতম(১/১৬) ও এক ষষ্ঠাংশে(১/৬) পরিণত হচ্ছে ? কিন্তু আজকের বাজারে, পিতৃ সম্পত্তিতে স্ত্রী-কন্যার অবমূল্যায়িত (একাধিক স্ত্রীর কারণে) অংশের বিপরীতে 'সমান ব্যবহারের শর্ত' স্ববিরোধী নয় কি ? বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কোন নারী কি তার সাজানো স্বপ্নের সংসারে আরেকজন সতীনকে মেনে নেয় ? আরবের গোত্র সমাজে সেটা ছিল স্বাভাবিক-স্ত্রীরুপে রক্ষিতা হওয়াও নারীর কাছে অগৌরবজনক কিছু ছিলনা । তাই, তখনকার সময়ের জন্য কোরাণে সেটার শর্তসাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া হয়েছিল । কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান বাজারে ও আর্থসামাজিক বাস্তবতায় সম্পত্তির এভাবে ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে কোন মা'ই সন্তানের ভবিষ্যত নিরাপত্তাহীনতা মেনে নেবেন না ।

৬) ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজের মনস্তত্ত্বে একটা আক্ষেপ ছিল যে 'হিন্দুরা সমস্ত উঁচু পদের সরকারী চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কোর্ট-কাছারী সব দখল করে ফেলেছে-হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে ইংরেজ মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য করছে' এবং করেছে('করেছে' বলছি-কারণ আজও বহু মুসলমান এই ধারণা পোষন করেন) । এই আক্ষেপ, বিদ্বেষ ও হীনমন্যতাকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ মৌদুদি, কায়েদে আজম, এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের দিয়ে এবং অন্য পক্ষে উগ্র হিন্দু নেতাদের উস্কে দিয়ে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম এ কারণে বারবার হোচট খেয়েছিল অনৈক্য, বিভক্তি, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প এবং হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃঘাতি হানাহানিতে ।

প্রশ্ন হলো, ক) এই যে দাঙ্গাকবলিত হয়ে অগণিত পিতা সন্তানহারা হলো, অসংখ্য মা পুত্রহারা হলো, অসংখ্য বধূ স্বামীহারা হলো ; এত হাহাকার-ভোগান্তির জন্য দায়ী কি শুধু ইংরেজ ?
খ) এত ত্যাগের পরেও স্বাধীনতা সংগ্রামে বারবার পিছিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী কি শুধু ইংরেজ নাকি যে মূল কারণটি বা পটভূমিটি ইংরেজদেরকে এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল সেটি ? কারা দায়ী ছিল ? ইতিহাস সাক্ষী, এই মোল্লারাই তকালীন মুসলিম সমাজকে বুঝিয়েছিল, ফতোয়া দিয়েছিল যে বিধর্মীদের ভাষা শিক্ষা করা যাবে না । বিধর্মী ইংরেজের ভাষা শিখে মুসলমানরা ঈমাণ হারিয়ে ফেলবে, নাসারাদের ভাষা-কৃষ্টির প্রভাবে মুসলিমরা তাদের শত শত বছরের পূর্বগৌরব হারিয়ে ফেলবে । আর এভাবেই তখন মুসলমানদেরকে

পঞ্চাশ বছরের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয় শিক্ষাদীক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে । বন্ধুগণ, এবার বিচার করুন, উপরের ক) ও খ)-এ বর্ণিত ট্রাজেডীর জন্য কারা দায়ী ? মোল্লারা নয় কি ? তাঁরাই ত' এত অগণিত দাঙ্গা ও রক্তপাতের কারণগুলো সৃষ্টি করেছিল । আজকের মোল্লারা কি তাদের হয়ে এই অসংশোধনযোগ্য ভুলের জন্য ক্ষমা চাইবেন ?

আজ যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায়' অর্থনীতি ও সম্পত্তিসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের প্রস্তাব (যেহেতু এটি এখনো আইন নয়, কিন্তু এর ভিত্তিতে আইন প্রনয়ণের সম্ভাবনা রয়েছে) করা হয়েছে, তখন ধর্মব্যবসায়ী মোল্লারা এর বিরুদ্ধে হৈচৈ শুরু করে দিয়েছে, তারা আমাদেরকে ভূতের মতো পেছন দিকে টেনে ধরতে চাইছে । চিরকালই দেশেবিদেশে তাদের একই প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিবিরোধী ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে । প্রিয় পাঠক, আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, দেড়শ-দুইশ বছর আগে যেভাবে মোল্লাতন্ত্রের কারণে মুসলিম সমাজ পিছিয়ে গিয়েছিল, বহু অকল্যাণের ভুক্তভোগী হতে হয়েছিল শুধু মুসলমানদেরই নয়, পুরো ভারতবর্ষকে, আজও তাদের প্রগতিবিরোধী, কল্যাণবিরোধী এবং শ্রেয়োঃবিরোধী ভূমিকার কোন পরিবর্তন হয়নি এতটুকুও, তাদের মনগড়া, বিকৃত নিজস্ব ইসলামের নামে, শরীয়তের নামে । চিরকালই এই গোষ্ঠীটি সভ্যতার বিরুদ্ধে, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, আধুনিকতার বিরুদ্ধে এবং কল্যাণ-প্রগতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, অচলায়তন সৃষ্টি করেছে ।

এই মোল্লাতন্ত্র, ফতোয়াবাজি এবং শরীয়াতন্ত্রের কারণেই বিশ্বের মুসলিম দেশগুলি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্যের তুলনায় শতবছর পিছিয়ে আছে আর ধুঁকে ধুঁকে মার খাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এই প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের ভূমিকা কি ছিল এদেশের মানুষের সেটা ভুলে যাওয়ার কথা নয় । এরা হচ্ছে অন্ধকারের শক্তি, তাই অন্ধকার ও অজ্ঞতা ছড়ানোই এদের কাজ । এদের কারণেই আজ সমাজে নারীর প্রতি এত সহিংসতা, এত এসিড-সন্ত্রাস, হত্যা প্রভৃতির মতো বর্বর অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে । কারণ, অনৈসলামিক শরীয়ার নামে(পৃথিবীর বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদরা শরীয়াকে ইসলামবিরোধী বলে রায় দিয়েছেন) এই মোল্লারা ধর্ষক ও ধর্ষিতাকে, নির্যাতক ও নির্যাতিতাকে একই শাস্তি দিয়ে অপরাধীদেরকে উ□সাহিত করেছে । এদের সালিশীর বিচার-প্রহসনের কারণে শত শত নারী অপমানে-লজ্জায় হয় আত্মহত্যা করেছে, নয়তো ঘরবাড়ী-স্বামী সবকিছু হারিয়ে পথের ভিখিরি হয়ে গেছে, নতুবা মৃত্যুবরন করেছে ঐ নূরানি চেহারার পিশাচগুলোর নিষ্ঠুর প্রস্তরাঘাতে । প্রিয় পাঠক, খুব বেশীদিন আগের ঘটনা নয়, এই একই চক্র(যে মৌলবাদী সংগঠনগুলো নারীর সম অধিকারসংক্রান্ত জাতীয় নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে), একই (খেলাফত মজলিসের ক্যাডার) নরপিশাচরা জোট সরকারের সময় প্রকাশ্য দিবালোকে, আপন কন্যার সামনে এক কাদিয়ানি মসজিদের ঈমামকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল । আহ্‌মদীয়াদের বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে লুণ্ঠনযজ্ঞ চালিয়েছিল, তাদের পবিত্র মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছিল, পবিত্র কোরআন শরীফে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, প্রার্থণারত অবস্থায় বর্বর হামলা চালিয়ে আহত করেছিল মুসল্লীদের । কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাঙ্গালী বড় বিস্মৃতিপ্রবণ জাতি !

জামাত ও তার সমগোত্রীয় কিছু মৌলবাদী, ধর্মব্যবসায়ী ও স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দল আজ

ইসলাম ও তথাকথিত আল্লাহ্‌র আইন(?) রক্ষার নামে শান্তিপ্রিয় মুসল্লীদেরকে ব্যবহার করতে চাইছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবিত সাম্প্রতিক নারী নীতির বিরুদ্ধে, যা হবে নারী অধিকারের রক্ষাকবচ । কিন্তু কোন্ ইসলাম ? যারা আজকাল ইসলাম রক্ষার নামে বায়তুল মোকাররমে তান্ডব চালাচ্ছে, তাঁদের প্রকৃত স্বরুপ কি ? এদের মধ্যে রয়েছে খেলাফত মসজিদের আমির শায়খুল হাদীস আজিজুল হক, মুফতি আমিনী প্রমুখ যাদের সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্র আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি । এরা যে হানাহানি ও ফিত্‌না সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক ইসলামের পূজারী হবে তাতে কি আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে ? প্রিয় পাঠক, আমাদের ইসলাম হলো সুফীসাধকদের উদার ও সমাহিত শান্তির ইসলাম । তলোয়ারের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম কায়েম হয়নি, হয়েছিল সূফী-দরবেশদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে, তাঁদের সহনশীলতা, উদারতা, ক্ষমা, ভালবাসা, আধ্যাত্মিকতা, মরমী ভাবরস ও ন্যায়পরায়ণতার প্রভাবে(আজকের মৌলবাদীদের মধ্যে যার লেশমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না),-হিংসা ও ঘৃণা ছড়িয়ে নয় । ইতিহাস সাক্ষী, সূফী মনসূর হাল্লাজের মতো সিদ্ধ সাধককে তাঁর সময়ের রক্ষণশীল অসহিষ্ণু শরীয়াপন্থী মোল্লারাই প্রাণদন্ডে দন্ডিত করেছিল খোদাদ্রোহী আখ্যা দিয়ে । সব যুগেই এদের ভূমিকা একই রকম । মতের মিল না হলেই একদল আলেম বা মৌলানা অন্যদল মৌলানাকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে আসছেন যা সম্পূর্ণভাবে কোরাণের ও রসূলুল্লাহ্‌র নির্দশের বরখেলাপ ।

তো যা বলছিলাম, বাংলাদেশের এইসব ধর্মব্যবসায়ীদের অপত□পরতার আসল উদ্দেশ্য হলো, একটা কিছু ইস্যু করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা এবং প্রান্তিক সাংগঠনিক অবস্থা থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটিয়ে ক্ষমতার আস্বাদগ্রহণ এবং কায়েমীস্বার্থের ভাগীদার হওয়া । অন্য কথায়, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো 'theocracy' (যাজকসম্প্রদায় বা ধর্মনেতাদের দ্বারা পরিচালিত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকাঠামো) প্রতিষ্ঠা করা অর্থা□ মোল্লাতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেওয়া । এসব অশুভ আলামত । এসবের যে কী ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে, দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে(১২৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) ইনকুইজিশন(Inquisition)[§§] আইনের(অনেকটা ব্লাসফেমী আইনের মত) মাধ্যমে ইউরোপের যাজকতন্ত্রের বর্বর, উ□পীড়নমূলক ও রক্তক্ষয়ী ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি । চোখের সামনে আফগানিস্তানই ত' শরীয়ার নামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বড় উদাহরণ-পর্দা না মেনে জীবিকার তাগিদে কর্মস্থলে যাওয়ার অপরাধে কিভাবে মহিলাদেরকে শাস্তির নামে নির্যাতন করা হতো, প্রেম বা ব্যাভিচারের অপরাধে দোররা বা পাথর মেরে হত্যা করা হতো, মেয়েদের চাকরি করতে না দিয়ে, তাদের স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য করা হয়েছিল, তার প্রামাণ্যচিত্র ও সচিত্র তথ্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও ইন্টারনেটের কল্যাণে দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ।

আমাদের ভারতবর্ষে, সেন রাজাদের সময়[***], পুরোহিততন্ত্রের ধর্মীয় বর্বরতা, শোষণ-দূর্নীতি ও অত্যাচার-

[§§] Inquisition-refers to the judgment of heresy by the Roman Catholic Church (In west Europe)। The Inquisition (aka The Holy Orders of the Emperor's Inquisition) is a secret organisation in the Warhammer 40,000 universe. They act as the secret police of the Imperium, hunting down any and all threats to the stability of the God-Emperor's realm.

[***] সেন রাজাদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বা পন্ডিতদের ভিন্নমত রয়েছে বলে মনে হয় । ডক্টর আহ্‌মদ শরীফ তাঁর 'বাঙলার সমাজে, সাহিত্যে, ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান' শীর্ষক একাডেমীক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেনঃ"নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে বল্লাল সেন চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক"। নির্বাচিত প্রবন্ধ; আহ্‌মদ শরীফ; পৃষ্ঠা ১০৪ । কিন্তু, আমরা জানি, যে ভারতবর্ষে ইসলামের আবির্ভাবের(খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) প্রায় সমসাময়িক কালেই শঙ্করের

নিপীড়নের কাহিনী ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন । আমার মতো অনেকেরই আশংকা যেন মিথ্যে হয়, যে আফগানিস্তানের মতো মধ্যযুগীয় মোল্লা-শাসনের দিকে বাংলাদেশ ধাবিত হচ্ছে কিনা । তখন, নারীসমাজ এখন যেটুকু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন, তাও হারাবেন । ভোটের অধিকার ত' দূরে থাকুক । সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে ইসলামের নামে মেয়েদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে । বাংলাদেশের সচেতন নারীসমাজের কাছে আমার একান্ত আহ্বান, সময় থাকতে মোল্লাদের সাম্প্রতিক নারী-উন্নয়নবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে আপনারা সোচ্চার হোন, তা না হলে, এদেরকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য বর্তমান সরকারের যেসব গোপন চক্রান্ত চলছে, সেটাই সফল হবে । প্রয়োজনে ঝাড়ুমিছিল বের করুন । নির্বাচনের সময় যেসব মহিলা বোরখা পরে ঘরে ঘরে গিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনের পক্ষে ভোট চাইতে যায়, দয়া করে তাদের ভালো ভালো ধর্মীয় কথায় ভুলে যাবেননা । ওদের ভদ্রমুখোশের আড়ালের হিংস্র চেহারাটা লুকিয়ে রাখে, আবার সময় সুযোগমত প্রকাশ করে । আজ যদি আপনারা মেয়েরা ঘুমিয়ে থাকেন, পূণ্যার্জনের আশায় অহেতুক মৌলবীদের (ইসলামের সঙ্গে সমপর্কবিহীন) মিলাদে-দাওয়াতে আমন্ত্রণ জানিয়ে, দান করে মোল্লাদের 'বিশেষ সামাজিক মর্যাদা' বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেন, মৌলবাদীদের অথবা তাদের প্রতিনিধিত্বকারী বোরখাওয়ালী ক্যাম্পেইনারদের মিষ্টি কথায় ভুলে যান, তাহলে এখন যেটুকু স্বাধীনতা রয়েছে সেটুকুও হারাতে হবে । এমনকি আফগানিস্তানের পরিণতি বরন করতে হবে-প্রশাসনে ও সংসদে প্রতিনিধিত্ব তো দূরে থাকুক, চাকুরী ও শিক্ষার অধিকার হরণ করে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হবে ।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, সাধারণ মানুষের মৌলিক ইস্যুগুলি যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দ্রব্যমূল্য, দারিদ্র্য, বিদেশী ও তাদের এদেশীয় এলিট-দোসরদের কাছ থেকে খনিজসম্পদের ন্যায্য হিস্যা আদায় ও তার পরিকল্পিত ব্যবহার, পরিবেশরক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিতে কখনোই এই মৌলবাদীদের কখনো আন্দোলন করতে দেখা যায়নি । শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে সারের দাবীর মতো ইস্যুগুলিতে কোনদিনই এই গোষ্ঠীর নেতাদের কারো একটি বিবৃতি বা নিবন্ধ আমরা পত্রিকায় দেখিনি , আন্দোলন তো দূরে থাক । আজ যখন উত্তরবঙ্গে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে দেশের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মানুষেরা দিশেহারা, নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে সরকারের নানান লুকোচুরিতে দেশের মানুষ সন্দিগ্ধ ও উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে জনগণ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তখন রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে, সেসব থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানোর জন্যই, ঠিক সেই সময়টিকেই কথিত ঐসব গণবিচ্ছন্ন মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলি, এমন একটি মতলবী ও স্পর্শকাতর ইস্যুতে মাঠ গরম করতে চাইছে । সাধারণ মানুষের জ়ীবন-মরণ ইস্যুগুলির ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই । এইসব মৌলবাদী দলগুলো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেনা বলেই সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ ইস্যুগুলির ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা নেই, এদের গঠনতন্ত্রের মধ্যেও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি তথাকথিত 'আল্লার একচ্ছত্র অধিকারের' নামে । অথচ খেলাফতের সময়ও(এজীদের পূর্ব পর্যন্ত) তখনকার সময়ের উপযোগী

আবির্ভাব(সূত্রঃ উপরোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১০০) । ইতিহাসবিদ সুরজিত দাশগুপ্তের মতে শঙ্করাচার্যের উত্থান নবম শতাব্দীতে এবং রামানুজের আবির্ভাব একাদশ শতাব্দীতে(ভারতবর্ষ ও ইসলাম; পৃঃ ৫৪)। কিন্তু, আহ্‌মদ শরীফের উপরোক্ত গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছঃ রামানুজের আবির্ভাব বার শতকে । যেহেতু এটা সাধারণ বোধবুদ্ধির কথা, যে সেন রাজাদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সম্প্রদায়ের অত্যাচারের ফলেই নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানসজগতে পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ বহুকাল ধরে সঞ্চিত ছিল, তাই ইসলামের আগমনের পর নয়, তার বহু পূর্বেই বল্লাল সেনের রাজত্ব বিদ্যমান ছিল । তাই তিনি 'চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক'-এ দাবীর সত্যতা মেলে না । আসলে বল্লাল সেন শঙ্করাচার্যের(অষ্টম বা নবম শতাব্দী) অনেক আগে রাজত্ব করে থাকতে পারেন । কারণ, বল্লাল সেন পিতা বিজয় সেন ও পুত্র লক্ষণ সেন-এই দুই জনের মধ্যবর্তী সময়ে রাজত্ব করেছেন ।

প্রাথমিক ধাঁচের নির্বাচনমূলক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ।

প্রিয় পাঠক, উপরে চিত্রিত পৈশাচিকতা, হিংস্রতা, বর্বরতা, কপটতা, সুবিধাবাদিতা , সংকীর্ণ কায়েমী স্বার্থ-ইত্যাদিই হলো গিয়ে, মৌলবাদীদের ও মোল্লাতন্ত্রের আসল চেহারা । এদের পাপের কোন সীমা-পরিসীমা নেই । এদের কারণেই নারীসমাজের এত হাহাকার, এত দুঃখ, এত দীর্ঘশ্বাস । এত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংখ্যালঘুদের ব্যবসা ও সম্পত্তি লুণ্ঠন, গ্রেনেড বিস্ফোরণ করে অগণিত নিরীহ মানুষ হত্যা । এই ভন্ডরাই নাকি মোনাজাতের মধ্যে দোয়া করে, 'সমস্ত মুসলমানকে আল্লা যেন সুখে-শান্তিতে রাখে, হেফাজত করে' । কিন্তু এরাই মানুষের জীবনকে অশান্তিতে ভরিয়ে তুলছে । হিলার নামে স্ত্রীকে যদি অন্যের ঘরে দেয়া হয়, তাতে শুধু ঐ নারীই মানসিক নিপীড়নের শিকার হয় না, স্বামীকেও মানসিক যন্ত্রণা পোহাতে হয় । একজন অশিক্ষিত স্বামী সাময়িক রাগ বা খেয়ালের বশে 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করতেই পারে-এটা সংসারের স্বাভাবিক ঘটনা । কিন্তু, আল্লা ত' মানুষের মধ্য দিয়েই তাঁর কাজ করে যান, তাহলে মোল্লাদের এসব ভূমিকা কি খোদার কাজের সহায়ক ? তাহলে কিভাবে আল্লা মুসলমানদের (বিধর্মীদের কথা বাদই দিলাম-তাদের কথা আল্লা ভাববেন) শান্তিতে রাখবেন ?

অতএব, এসব ধর্মব্যবসায়ী চক্র 'ইসলাম গেল গেল' রব তুলে নারী-অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে, সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি এবং দুর্বলতাকে পূজি করে কিছুদিনের হুজুগে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবে এবং সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করবে-এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । বরং এটাই প্রত্যাশিত । আপনারা এবার বিচার করুন কারা নারীকে চিরকাল করুণার পাত্র করে রেখেছিল ?এসব মতলববাজদের ব্যাপারে জনগনকে সতর্ক থাকতে হবে, তাতেই তাঁদের ঈমাণ ও দেশপ্রেম উভয়ই রক্ষা পাবে।

কারণ আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না (-আল্ কোরান) ।

পরিশেষে, নজরুলের 'পাপ' কবিতার দুটি লাইন দিয়ে লেখা শেষ করছি-

“ধর্মান্ধরা শোন,
অন্যের পাপ গনিবার আগে নিজের পাপ গোনো ।” ।

রবিউল ইসলাম, লেখক ও গবেষক। ইমেইল - rblislam@yahoo.com